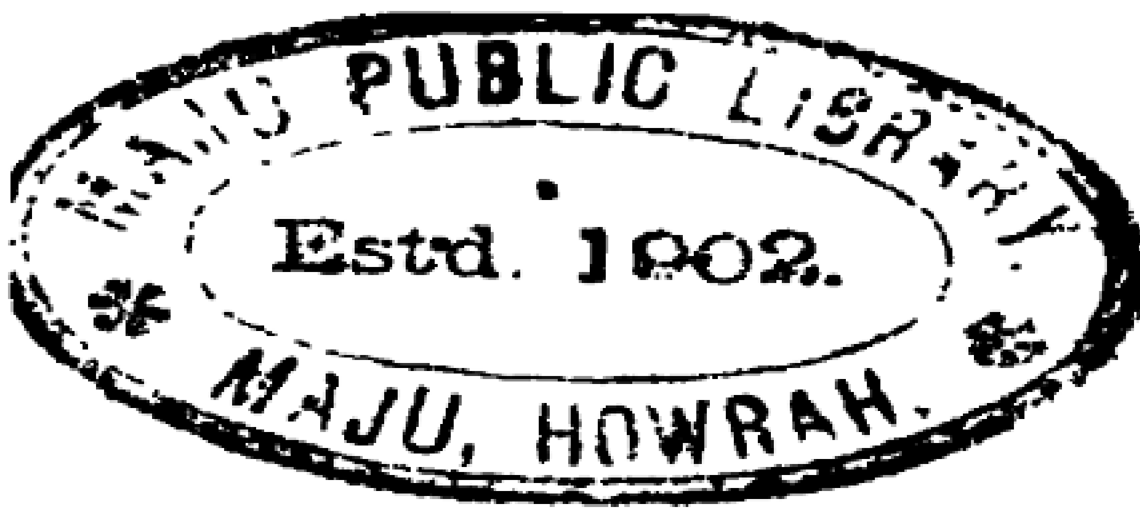


লেখা

লেখা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত

কলিকাতা ; ৪৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে
সমাজপতি ও বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৮ নং বিডন রো, উইলকিনস্ প্রেসে
জে, এন্, বসু দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৩

এক টাকা

ভূমিকা

'লেখা'র কতকগুলি লেখা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদর্শন, সাহিত্য, ভারতী, প্রবাসী প্রভৃতি মাসিকে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেইগুলি ও আরো অনেকগুলি নূতন কবিতা 'লেখা' নাম দিয়া একত্র প্রকাশিত করিলাম।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় স্নেহগুণে 'লেখা'র কবিতাগুলি দেখিয়া দিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়েরা গানগুলির সুর-সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের এই অনুগ্রহের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

যমশেরপুর ;
বৈশাখ-সংক্রান্তি,
১৩১৩।

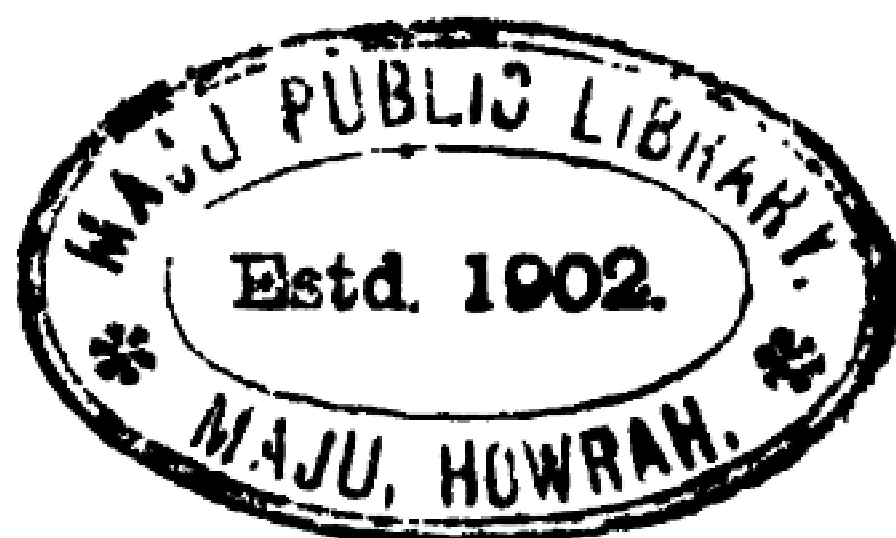
লেখক

কবিগুরু

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়

শ্রীচরণকমলেষু

সূচী



লেখা :

জোনাকি।

সূর্য্য গেল অস্তাচলে, দিগন্ত রেখায়
স্বর্ণ আভা রাখি'—
বাবলার শাখা হ'তে নমি তারি পায়
কহিল জোনাকি ;—
তাপহীন তেজোরাশি হে রক্ত গোধূলি
কহি মোর সাধ,—
আদর্শ তোমার আজি শিরে লব তুলি'
কর আশীর্ব্বাদ ;
তুমি যবে চলে' যাবে, তব দীপ্তি সাথে
যাবে চলে' দিন ;
আমি রব জাগি' হেথা জ্বালাইয়া রাতে
দীপ্তি দাহহীন।
ক্ষুদ্র হই তবু এই জগতেরে আমি
বাসিয়াছি ভালো ;
যতটুকু সাধ্য আছে তাই দিব স্বামি—
ততটুকু আলো।

লেখা।

আবাহন।

ধ্বনিছে তোমার নাম আকুল অম্বরে—
হে মোর বসন্ত-লক্ষ্মি,—কলকণ্ঠস্বরে
ডাকাও পাপিয়া পিক হৃদয় নন্দনে,
ফুটাও মাধবীপুঞ্জ প্রিয়কুঞ্জবনে।
বিশ্বের বসন্ত আজি তোমারে ডাকিছে—
তুমি না আসিলে যদি বসন্ত ত মিছে!

তব গানে আম্রবীথি করিয়া আকুল
কৌতূহলে বাহিরিবে উন্মত্ত মুকুল।
বন-মল্লিকার বনে তব স্মিত হাসি
নিখিল ফুলের গন্ধ করিবে উদাসী।
ভিখারী বসন্ত আজি তোমারে ডাকিছে—
তুমি না আসিলে যদি বসন্ত ত মিছে!

কোকিল কূজিতে চাহে তোমার আহ্বান,
ভ্রমর গুঞ্জিতে চায় তব স্তবগান,—
রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে করি' চুরি
ধরণী ছড়া'তে চাহে তোমারি মাধুরি;
তাই দশদিক আজি তোমারে মাগিছে—
তুমি না আসিলে যদি বসন্ত ত মিছে!

হাফিজের স্বপ্ন।

অমা যামিনীর গহন আঁধারে চুপি চুপি এল প্রিয়া,
দ্বিগুণ আঁধার খর্জ্জুর-বীথি, তাহারি আড়াল দিয়া!
আঙুরের মত অলক গুচ্ছে গোলাবের মালা পরি',
মৃদু উশীরের মদির গন্ধে নিশীথ আকাশ ভরি',
কাজল উজল কালো কটাক্ষে হানিয়া বিজলী হাসি,
ফেরোজা রঙের বসন পরিয়া শিথানে দাঁড়াল আসি' ;—
বীণানিন্দিত মধুরকণ্ঠে কহিল—রে অনুরাগি,
শূন্য শয়নে আমারে মাগিয়া জাগিয়া কিসের লাগি ?

করুণা তাহার হৃদয়ে হানিল সুখের মতন ব্যথা,
যুড়ি' যোড় পাণি বিগলিত বাণী, কষ্টে কহিনু কথা,—
তব অঞ্চল বসন্তবায়ে হৃদয়ে যে ফুল ফুটে,
তব মঞ্জীর সঙ্গীতরবে হৃদয়ে যে ধ্বনি উঠে,—
তাহারি গন্ধে, তাহারি ছন্দে রচিয়া গজল গীতি
তোমারি কুঞ্জ দুয়ারে গাহিয়া শুনাইব নিতি নিতি ;
নাহি চাই খ্যাতি, যশে কাজ নাই, চাহিনাক ধনমান,
তোমার স্তবের যোগ্য করিয়া শিখাইয়া দাও গান।

না কহিয়া কথা, না বলিয়া কিছু—লীলায়িত হেলা ভরে
সেতারটি শুধু লইল টানিয়া কোমল বুকের পরে ;
অঙ্গুলি ঘাতে তার গুলি তা'র সঙ্গীতে ভরি' দিয়া
আমার কোলের সঙ্গীটি মোরে ফিরাইয়া দিল প্রিয়া !

গোলাবের কুঁড়ি তখনো ভাবেনি ফুটিতে হইবে কিনা,
ডানার মাঝারে মাথাটি গুঁজিয়া চাতকী চেতনাহীনা ;—
অমা যামিনীর গভীর আঁধারে মিলাইয়া গেল প্রিয়া—
শিশির-শীতল খর্জ্জুর-বীথি, তাহারি ভিতর দিয়া !

তার পর হ'তে বাজিছে সাহানা সোহিনী সিন্ধু কাফি—
তারি সাথে সেই পরম পরশ উঠিতেছে কাঁপি' কাঁপি' ;—
তালে তালে উঠে ছুলে' ছুলে' তারি হৃদয়েরি আকুলতা,
সুরে সুরে সদা ঘুরে' ঘুরে' ফিরে তাহারি গোপন কথা !

আশা।

ভাষায় কবে ভাবের কুঁড়ি ফুট্‌বে ফুলের মতন—
আশায় তারি আছি ;
অফুটন্ত অশোক-কুঞ্জে বীণাপাণির পায়ের
পরশ খানি যাচি'।

বেণুর রন্ধ্রে বায়ুর মতন বাণীর সুধাবাণী
ফুট্‌বে আমায় কবে—
চিত্তকুহর পূর্ণ করে' বাজ্‌বে বাঁশী আমার
উদার মধুর রবে ?

নিভান মোর জীবন দীপে জ্বল্‌বে কবে আলো
তারি আপন হাতে—
বিস্তৃত এ বিশ্বপুঁথির সকল লেখারেখা
উঠ্‌বে ফুটে' যাতে ?

এপার-ওপার।

আমি এপারের তীর, তুমি ওপারের—
মাঝখানে বয়ে যায় নদী ;
আমি হেথা পড়ে' আছি, তুমি আছ হোথা,
কি অন্তর মাঝে নিরবধি !

নরনারী নিয়ে নিত্য খেয়াতরি খানি
পারাপার করে আনাগোনা,—
তাই সে তোমার সাথে, এত দূর থাকি'
চিরদিন তবু জানাশোনা !

এপারের যাহা কিছু, পাঠায়ে ওপারে
আপনি কৃতার্থ, ধন্য হই ;
ওপারের পদধ্বনি শুনিবার লাগি'
রাত্রিদিন সচকিত রই।

তুমি ছাড়া আমি মিথ্যা, আমি ছাড়া তুমি—
দুয়ে তবে এপার-ওপার !
দেওয়া-নেওয়া আনাগোনা জানাশোনা দিয়ে
সার্থকতা তোমার আমার।

প্রতীক্ষা।

আমি শুনেছি সে প্রতি সাঁঝে সুদূর আকাশ মাঝে
মধুর বাঁশরী বাঁজে আমারে ডাকি' ;—
তাই প্রতিদিন নিশাকালে সবকাজ দূরে ফেলে'
মুক্ত জানালামূলে বসিয়া থাকি !
আমি জানি যে আমারে ডাকে সে হোথা চাহিয়া থাকে
উজল তারার ফাঁকে আঁখিটি রাখি'—
তাই প্রতিদিন নিশাকালে সবকাজ দূরে ফেলে'
মুক্ত জানালামূলে বসিয়া থাকি !
আমি শুনেছি এ মরুদেশে চিরপরিচিত বেশে
সে কোন্ রজনী শেষে আসিবে নাকি—
আমি সেই আশা চোখে নিয়া অনিমেষ তাকাইয়া
মুক্ত জানালামূলে বসিয়া থাকি !
পাছে হেথা আসিবার কালে অজানা বেদনাজালে
কোথা ধরা পড়ে মোর হারাণ পাখী ;—
তাই প্রতিদিন নিশাকালে সব কাজ দূরে ফেলে'
মুক্ত জানালামূলে বসিয়া থাকি !

লেখা।

ক্ষমা।

ভৃত্য। জয় হোক্—

দেবী। থাক্ আর কাজ নাই জয়ে,
কাজ নাই স্তুতিমুগ্ধ মধুর বিনয়ে;
বৃথা বাক্যে নাহি ফল, শুন অতঃপর—
কার্য্য হ'তে ভৃত্য তুমি লহ অবসর।

ভৃত্য। অন্তরে বহিয়া তীব্র অপরাধ রাশি
হে দেবি চরণপ্রান্তে দাঁড়াইনু আসি';
কোন ভিক্ষা নাই আজ; সর্ব্বলজ্জা ভুলি'
যে দণ্ড বিধান কর শিরে লব তুলি'।
দুর্ব্বলতা আজি মোর দহিছে হৃদয়—

দেবী। আর নহে দুর্ব্বলতা, শুনহ নিশ্চয়
চিত্তে মোর বিন্দুমাত্র ক্ষমা নাহি আর।
দুর্ব্বল দ্বিধায় পড়ি' আর কতবার
নিজেরে করিব খর্ব্ব?

ভৃত্য। —মরি অনুতাপে
চিরদোষী ভক্ত তব বিধাতার শাপে!

দেবী। দোষীরে করিতে ক্ষমা অক্ষম আপনি –
সর্ব্ব বিশ্বভুবনের অধীশ্বর যিনি!
আমার কি আছে সাধ্য? শাস্তি—সেও তাঁর
অতুলনা মহাশক্তি, ক্ষমাশক্তি যাঁর;
তাই আজি—

ভৃত্য। লব শাস্তি—সেই ভাল দেবি;—
এতকাল কাটাইনু শ্রীচরণ সেবি'
চিত্ত মোর তবু নহে বশ। চিরকাল
রয়ে গেল চিত্ত মাঝে কলঙ্ক জঞ্জাল!
চাহিনা লভিতে ক্ষমা, শাস্তি চাহি তার—
ক্ষমা হেথা করুণার অপব্যবহার!

দেবী। কি কহিব কথা নাহি সরে; দুর্ব্বলতা—
হোক্ দুর্ব্বলতা, তবু অন্তরের কথা
কে পারে লঙ্ঘিতে? হায় ভক্ত ভাগ্যহীন,
অপরাধ ক্ষমিনু আবার; চিরদিন
মাথে যারা কলঙ্কিত ধরণীর ধূলি,
ক্ষমা বিনা কে তাদের লবে কোলে তুলি'?

লেখা।

আত্মীয়তা।

মুখরা মেদিনী যবে মৌনী হয়ে আসে,
সন্ধ্যা অন্ধকার নামি' বনান্তের পাশে
ধীরে ধীরে ঘিরে বিশ্ব তিমির অঞ্চলে,—
আঁখি মোর তারি তরে ভরি' আসে জলে।

গুরু গুরু মেঘগর্জ্জে ধ্বনিত ধরণী,
ঝর ঝর ঝরে ধারা নিরন্তর-ধ্বনি,
তারি মাঝে কি ভাবিয়া—জানি না কেমনে
বারবার তার কথা কেন পড়ে মনে!

বুঝিনা রহস্য-অন্ধ সন্ধ্যার কি মানে;
বৃষ্টি কি বলিতে চায় তাই বা কে জানে?
শুধু জানি সন্ধ্যা হ'লে জাগে তার মুখ,
শুধু জানি বৃষ্টি সাথে কেঁদে উঠে বুক!
সন্ধ্যা-অন্ধকার আর বর্ষা-বারিধার—
এরা কি মনের কথা আমার প্রিয়ার?

সৌন্দর্য্যের বাসা।

রমণিরে—পায়ে ধরি তোর,
    চুপি চুপি বল্ মোর কানে,
স্বরগের সৌন্দর্য্য-শিশুরে
    রাখিস্ লুকায়ে কোন্ খানে ?
কোথা কোন্ রুদ্ধ অন্তঃপুরে
    আগলিয়া ত্রস্ত সযতনে,
লোকের চোখের পথ হ'তে
    রেখেছিস্ একান্ত গোপনে ?
চপল চঞ্চল সুকুমার
    ধরা নাহি দেয় কারাবাসে,
মাঝে মাঝে তাই পাই দেখা
    হাসে ভাষে ইঙ্গিতে আভাষে !
রহি' রহি' বিজলীর মত
    শ্যাম তনু-আকাশের গায়—
হেথা হোথা উঁকি ঝুঁকি মারি'
    চমকিয়া ছুটিয়া পালায় !

কোথায় সে থাকে নাহি জানি—
কোন্ অঙ্গে বল্ তোর নারি ;
কখন্ কোথায় তারে দেখি
কিছুই বুঝিতে নাহি পারি!
ওই তোর অন্ধকার-ঘেরা
কুণ্ডলিত কৃষ্ণ কেশপাশ,—
তারি কোন্ কুঞ্চিত অলকে
সৌন্দর্য্যের সুগোপন বাস ?
শ্যাম স্বচ্ছ সরসীর মত
সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ আঁখি দুটি—
উহারি কি অনন্ত অতলে
চঞ্চল সে করে ছুটাছুটি ?
আরক্ত যে অধরের হাসি
না ফুটিতে অমনি মিলায়,
তারি কি নিভৃত কোন কোনে
দুরন্ত সে একান্তে ঘুমায় ?
কখন্ কোথায় সে যে থাকে—
কোন্ অঙ্গে বল্ মোরে নারি,
সর্ব্ব দেহে পাই দেখিবারে
তাই কিছু বুঝিতে না পারি!
তাই সে মিনতি করি তোরে
চুপি চুপি বল্ কানে কানে—
অমরার সৌন্দর্য্য-কুমারে
বেঁধে' রেখেছিস্ কোন্ থানে ?

বৈজ্ঞানিক বলে—তার বাস
 সুসম্বদ্ধ দেহের গঠনে ;
দার্শনিক বলে—তাহা নয়,
 নিশ্চয় সে মানবের মনে ;
কবি কহে—অত নাহি বুঝি,
 কথা কই খেয়ালের ঝোঁকে ;
—দরিদ্রের ধ্রুব এ বিশ্বাস,
 সৌন্দর্য্য—সে প্রেমিকের চোখে !

মিনতি।

আমি শত ছল করি' যদি সদা ফিরি
তব গৃহ পথ মাঝে,
তব মুখর চরণ মঞ্জীর যেন
সে পথে কভু না বাজে ;-
তুমি অকরুণ মনে চকিত চরণে
চলে' যেও নিজকাজে।

আমি আকুল কর্ণে রহি যদি সদা
শুনিতে তোমার বাণী,
তুমি না কহিয়ো কথা রহিয়ো আনতা
মুখে অঞ্চল টানি'—
তবু মুগ্ধ করো'না লুব্ধ শ্রবণ
ক্ষণিক করুণা মানি'।

আমি আমার সাধন আপনি সাধিব
মরণের অভিলাষী ;
তুমি আমারে বারেক ভুলাইতে গিয়ে
ভুলো'না সর্ব্বনাশি ;—
থেকো দেবতার মত পাষাণ সতত
পরাণে পরো'না ফাঁসি।

স্রোতের কুসুম।

গায়া ভৈরবী—একতালা।

আমি স্রোতের কুসুম এসেছি ভাসিয়া
চরণ তলে,
বারেক তোমার চরণ পরশ
লভিব বলে'।
রাণিগো আমার রাণি,
ছোঁয়াও চরণ খানি,—
সাধ নাই কিছু উঠিতে তোমার
উরসে গলে ;-
শুধু চরণ পরশি' ভেসে যাব ফিরে'
স্রোতের জলে,
—সময় হলে'।

হতভাগ্য।

রৌদ্রদীপ্ত দিনমান ফিরি' ফুলবনে
সন্ধ্যায় পশিনু গৃহে কম্পিত চরণে;
জ্বালি' দীপ সবিস্ময়ে শেষে দেখি চাহি'—
শূন্য সাজি আছে শুধু—পুষ্পরাজি নাহি!

সারা সন্ধ্যা বেলা ধরি' ক্লান্তি নাহি মানি'
সযত্নে সাধিনু বসি' যে সঙ্গীত খানি,
হৃদয় দেবতা পাশে আরাধনাক্ষণে
গাহিতে চাহিনু যবে, পড়িল না মনে!

সযত্নে মাজিয়া দীপ, গন্ধ তৈল আনি'
জ্বালিয়া বসিয়া আছি গৃহদীপ খানি;
দেবতা আসিল যবে স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে—
নিভে' গেল দীপখানি অঞ্চল আঘাতে!

কবি-অভিষেক।

নিশীথস্বপনে একদিন
সহসা হেরিনু কুতূহলে,
ফুলে গাঁথা মালা একগাছি
কে যেন পরায়ে গেছে গলে !
করেতে তুলিয়া মালাখানি
চকিতে চাহিনু চারিদিকে—
অর্থ কিছু নারিনু বুঝিতে
—একি হ'ল সহসা আজিকে !
মুকুতাভূষণ কই মোর,
কোথা গেল সে সকল আজ—
কনক-কেয়ূর কণ্ঠমালা
হেমকণ্ঠী হীরকের তাজ !
বহুমূল্য রত্ন আভরণ
কোন্ চোরে চুরি করি' নিল ;-
পরিবর্ত্তে তা'সবার এই
তুচ্ছ মালা কে পরায়ে দিল ?

লেখা।

শূন্য হ'তে কে দিল উত্তর—
বীণানিন্দি স্বর সুমধুর ;
'কানের ভিতর দিয়া' গিয়া
প্রাণেরে করিল ভরপূর !
—আমি সে নিয়েছি সে সকল
রত্নকণ্ঠী হীরকের বালা,
সে সব কি তোরে সাজে বাছা—
তোর যোগ্য এই ফুলমালা।
সহসা চাহিনু নিজপানে
শুনিয়া সে বিস্ময়বারতা,
তাই বটে বুঝিনু এবার,
রাজা ছিনু হয়েছি দেবতা !

স্বপন যেমন গেল ভেঙে
আঁখি মেলি' দেখি শেষে হায়,—
কোথা দেব কোথায় বা রাজা
পড়ে' আছি শূন্য বিছানায় !

কবির গান।

বাদরধারা ধরিয়া গেল, উঠিয়া কবি ধীরে
নগর ছাড়ি' সুদূর মাঠে চলে,—
পূরব হ'তে গগণ স্রোতে বহিল মৃদু বায়ু
বিছায়ে ছায়া শ্যামল তৃণদলে।
বিজনে একা বসিয়া কবি কণ্ঠ দিল ছাড়ি'—
মধুর ধ্বনি ছাড়িয়া ধরা চলে ;
মেঘের পথে হাঁসের শ্রেণী চকিতে গেল থেমে,
পাপিয়া লুটি' পড়িল পদতলে !

অলির পিছে ফিরিছে ফিঙে, থামিল স্বর শুনি',
লুকা'ল ফণী কেতকী তরুমূলে ;
শিকার হানি' নখরতলে চঞ্চু গুঁজি' বুকে —
ক্ষুধিত বাজ আহার গেল ভুলে' !
কোকিল ভাবে গেয়েছি আমি কতনা শত গান,
এমন মধু কেমন করে' হবে ?
এ যেন গাহে নূতন গীতি নূতন জগতের—
মোদের ধরা ফুরায়ে যাবে যবে !

টেনিসন।

সন্দিগ্ধ।

কতদিন মোরে নিয়ে খেলিবি এ খেলা
কুঞ্জে তোর—দীন ভাগ্যে একি অবহেলা,
কাব্যলক্ষ্মি ; ভুলাইয়া অন্নপূর্ণা-বেশে
অভুক্ত এ অতিথিরে ফিরাইবি শেষে !
আছে কি মা পোড়াভাগ্যে চিরদিন তরে—
স্নেহহীন আমন্ত্রণ জননীর ঘরে ?

—সেদিন আমারে তুই ডেকেছিলি যবে,
বিচার-বিবেকহীন জীবন শৈশবে,—
মুহূর্ত্তে অমনি কি মা আসি নাই ছুটে'
ভুলিয়া নিখিল বিশ্ব, পড়ি নাই লুটে'
তোর ওই চিরারাধ্য পাদপদ্ম তলে ;—
এই কিমা পুরস্কার তারি প্রতিফলে ?
অকর্ম্মণ্য সেবকেরে বিশ্বের সম্মুখে
দাঁড় করাইয়া দিয়া নির্দ্দয় কৌতুকে,
আজিকে হাসিছ তুমি হেরি' বিড়ম্বনা,—
সাধ্যহীন সাধকের ধিক্কৃত লাঞ্ছনা !
বীণাপাণি, একবার সত্য করি' বল্—
একি শুধু খেলা তবে—একি শুধু ছল ?

পরাণ-পাখী।

গৌরী—ঝাঁপতাল।

দিনের শেষে সন্ধ্যা আসে আঁধার আঁকা,
পরাণ-পাখী কাহার লাগি' মেলে পাখা!
অজানা কোন্ বনের পারে,
সঙ্গীটি তার ডাকে তারে—
তারে ছেড়ে একা কি যায় বেঁচে থাকা?
সন্ধ্যাসাথে পাখী আমার মেলে পাখা!

লেখা।

পূর্ণিমা-রাতে।

পিলু—একতালা।

এই পূর্ণিমারাত ধরে' রাখি কেমন করে' ?
ভেবে আমার আঁখি আসে জলে ভরে'।
এই যে ছুটি রাতের পরে,
প্রিয়া আমার আস্‌বে ঘরে—
বসে' আছি যাহার তরে আশা ধরে' ;—
এই জ্যোৎস্নাটুকু জাগিয়ে রাখি কেমন করে' ?

বিহঙ্গ ও ব্যাধ।

ভরত পক্ষী। কণ্ঠভরা কাকলী ছিল—কাকলী সুধামাখা,
কণক জিনি চক্ষু ছিল, রজত জিনি পাখা,
সরিৎ ছিল সলিল ভরা, কানন ভরা ফল,
অন্তহীন আকাশ ছিল, ডানায় ছিল বল;—
কিরাত ওরে কিরাত তোর করিয়াছিনু কি,—
কি লাগি মোরে নিঠুর ডোরে করিলি বন্দী?
আপন মনে গহন বনে বাঁধিয়া নীড় সুখে,
শক্তিহীন শাবকগণে যতনে পালি' বুকে,
সকালে সাঁঝে মেঘের মাঝে গলাটি দিয়া খুলি'
যেতাম গাহি আপন মনে আপন গান গুলি;
ভুলিয়া কারো করিতে ক্ষতি করিনি ফন্দী,
কিরাত তবে কি লাগি মোরে করিলি বন্দী?
গিয়াছি ভুলি' মুক্তিসুখ—গিয়াছি ভুলি' গান,
জীর্ণ ম্লান ভগ্ন পাখা, কণ্ঠাগত প্রাণ,
বদ্ধগতি দৃষ্টিপরে ঘনায় ছায়াঘোর;—
এহেন দশা করিয়া বল্ কি সুখ হয় তোর!

লেখা।

সিংহরাজ ব্যাধ। হাসিয়া তবে কহিল ব্যাধ—হায়রে পাখি হায়,
কল্পিত এ দুঃখ তোর শুনিয়া হাসি পায়!
ব্যবসা মোর পক্ষী ধরা অর্থলাভ তরে,
কাতর কথা, করুণ সুরে ভুলাতে চাস্ মোরে!
এত যে বেশী যত্ন করে' রেখেছি তোরে, তবু—
নিন্দা করা স্বভাব খানি গেলনা তোর কভু!
লৌহময় পিঞ্জরেতে আরামে কর বাস,
সময় মত আহার জল যুটিছে বারমাস,
বৃষ্টিধারা ঝরেনা হেথা, ঝটিকা নাহি বয়,
বায়স নাহি পশিতে পারে, বাজের নাহি ভয়,
চিন্তাহীন চেষ্টাহীন মাথাটি গুঁজি' বুকে,
দীর্ঘ দিবা রাত্রি ধরি' নিদ্রা যাস্ সুখে;
ভুলিয়া গিয়া অর্থহীন পুরাণ গান গুলি,
কেবল হেথা গাহিতে হয় নূতন শেখা বুলি—
হায়রে অকৃতজ্ঞ পাখি, ইহারে কহ দুখ?
ক্ষুদ্র মুখে বৃহৎ কথা—এ বড় কৌতুক!

*　　*　　*　　*

শুনিয়া পাখী মৌন রহে—নয়নে ঝরে জল;—
কিরাত ভাবে পাখী আমার এতও জানে ছল!

কৃষাণীর গান

পথে ক্ষেতের মাঝে আস্‌তে যেতে
কেউ যদি কার পানে চায়,
লোকে দেখ্‌বে কেন আড়ি পেতে—
কার কি তাতে আসে যায় ?

ক্ষতি কি তায় ক্ষতি কি ?
অমন অনেক হয়েই থাকে—
সংসারের ঐ গতিকই !

ঘর পাড়ায় যদি আস্‌তে যেতে
তেমন মুখটি দেখ্‌তে পায়,
আর ভুলে' যদি চেয়েই থাকে—
কার কি তাতে আসে যায় ?

ক্ষতি কি তায় ক্ষতি কি ?
অমন ত ঢের হয়েই থাকে—
সংসারের ঐ গতিকই !

লেখা।

ধর   ঘাটের পথে নাইতে যেতে
পরশ লাগ্‌লে তেমন গায়,
আর   তাতে যদি হেসেই ফেলে—
কার কি তাতে আসে যায় ?

ক্ষতি কি তায় ক্ষতি কি ?
অমন অনেক ঘটেই থাকে—
বয়সের ঐ গতিকই !

ধর   কেউ যদি কা'য় ভাল বেসে
বল্লে' কিছু ইসারায় !
যাহা   বয়সকালে বলেই থাকে—
কে বল তা ধর্‌তে যায় ?

আর তাতে এমন ক্ষতি কি ?
অমন ত রোজ হয়েই থাকে—
বয়সের ঐ গতিকই !

কেউ   ফাগুন মাসের আঁধার রাতে
ভুলে' যদি চুমোই খায়,
আর   ধর কেউ তা দেখ্‌তে না পায়—
কার কি তাতে আসে যায় ?

ক্ষতি কি তায় ক্ষতি কি ?
হবার যা, তা হয়েই থাকে—
সংসারের ঐ গতিকই !

মানুষ কোথা পাই?

পরজ—একতালা।

তেমনতর মানুষ কোথা পাই,—
আপনারে বিলিয়ে দিব যাহার দুটি পায়!

পথের মাঝে নয়ন রেখে বসে আছি সকাল থেকে,
সকাল ক্রমে বিকাল হ'ল, বিকাল ক্রমে যায়,—
আঁধার মাঝে আঘাত পেয়ে নয়ন ফিরে' চায়।

শুধু বসে' আপন কোনে আপন অশ্রু গুণে' গুণে'
আপন ধ্বনি শুনে' শুনে' জনম গেল হায়,—
আশাতে যার আছি বসে'—তাহার দেখা নাই!

চিরকাল কি এমনি তবে আশা শুধু আশাই রবে,
আঁখি শুধু রইবে চেয়ে আকুল প্রতীক্ষায়,—
কবে কে আর আসবে বল, জীবন বয়ে যায়!

লেখা।

বাতায়নতলে।

নিশার প্রথম মধুর ঘুমের ঘোরে,
জেগে' উঠি আমি স্বপনে হেরিয়া তোরে-
অলস বাতাস যখন সুধীরে বহে,
উজল তারকা আকাশে চাহিয়া রহে।
জেগে' উঠি যবে স্বপনে তোমারে দেখে',
কে যেন অমনি ইঙ্গিতে মোরে ডেকে'—
নিয়ে যায় চলে' জানিনা কিসের ছলে,
প্রেয়সি, তোমারি গৃহ-বাতায়ন তলে!

অথির সমীর—ধীরে সে মূরছি' পড়ে ;
নিকষ-কৃষ্ণ নিথর সরসী পরে
চাঁপার গন্ধ আপনি মিলায়ে যায়—
নিশীথ স্বপনে ভাবের আবেশ প্রায় ;
শ্যামার কাতর কাকলী ক্রমে সে হায়,
কণ্ঠে তাহার আপনি থামিয়া যায় ;—
যেমন করিয়া আমি যাব কবে ঝরে'
প্রিয়তমে মোর, তোমার বুকের পরে!

লেখা।

সখিরে, আমারে ধূলি হ'তে তুলে'নে,—
মরি বুঝি আমি—পারিনাক আর যে!
প্রেম-চুম্বন-অমিয়া-নিঝর ধারে
নয়ন-অধর দেলো সখি মোর ভরে'।
কপোল আমার পাণ্ডুর সুশীতল,
সঘনে আবেগে কাঁপিছে বক্ষতল,
বুকের উপরে বারেক চাপিয়া ধর্,—
ফাটিয়া টুটিয়া যাক্ সে তাহারি পর।

শেলি।

সাকি ও সরাব।

তরুণী ইরাণি বালা, বারেক ফিরিয়া যদি চাও,
আকুল বাহুটি মোর—কণ্ঠে তব জড়াইতে দাও;
গোলাব কপোল দুটি, করশতদল সুকুমার—
অতল আনন্দরসে ডুবাইবে কবিরে তোমার।
বোখারা সুবর্ণরাশি, সমর্‌খণ্ড্ রত্নরাজি দিলে—
ছার সে ঐশ্বর্য্য শোভা—তার সাথে তুলনা কি মিলে?

ঢাল ঢাল স্বর্ণপাত্রে তরল মদিরা সুধাধার,
দূর করি' দাও দূরে বিষাদের কুয়াশা আঁধার।
কপট ধার্ম্মিক দল যদি কিছু বলে রুক্ষস্বরে,
তখনি সমুচ্চ কণ্ঠে বলো' তার মুখের উপরে—
কোথায় তোমার স্বর্গে 'রুক্নাবাদ' স্ফটিক-নির্ম্মলা,
বুল্‌বুল্‌-কাকলীপূর্ণ কোথা সেথা নিকুঞ্জ 'মোজেলা'?

রে মোহিনি রে নিষ্ঠুরা রে সুন্দরি জ্বলন্ত মাধুরি—
চিরকাল তুই কিরে করিবিরে চিত্ত মোর চুরি?

যেমনি দেখাস্ তুই সর্ব্বনাশী রূপরাশি তোর,
প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিখানি অন্তর আকুলি দেয় মোর ;
আহত হৃদয় বিঁধি' জাগে তোর নয়ন অরুণ—
তাতারের তীক্ষ্ণ শর নহে কভু অত অকরুণ !

হায় প্রেম দিশাহারা, বৃথায় কাঁদিয়া শুধু মরে,
মিছা বহে দীর্ঘশ্বাস, মিছা এ নয়নে ধারা ঝরে।
চির সুন্দরীর কাছে এ সকল মিথ্যা—অর্থহারা,
যতই ফাটুক্ বুক, যতই ঝরুক্ আঁখি ধারা !
গালেতে গোলাব যার, অলক্তকে সেকি সাজে ভালো ?
কাজলে কি কাজ তার, তারা যার তার চেয়ে কালো !

তুলোনা ভাগ্যের কথা, বীণাযন্ত্রে হান অন্য সুর,
কর স্তব সিরাজের স্বচ্ছশোভা সুবর্ণ সিধুর ;
চলুক সুগন্ধগীত, কুসুমের উঠুক বন্দন—
সত্য কি অলীক সব, জীবন কি অরণ্যে ক্রন্দন !
গাহ প্রণয়ের গীত, মজি' রহ আনন্দ পাথারে,
কি হবে খুঁজিয়া মিছে রহস্যের অজ্ঞাত আঁধারে ?

রে মোহন, ত্রিভুবন মুগ্ধ তোর অপূর্ব্ব সঙ্গীতে,
রে সুন্দর, সুরনর ফিরে তোর অঙ্গুলি ইঙ্গিতে !
সীমাহারা তোর শক্তি—শ্রেষ্ঠ বীর তুই ধরাতলে,
স্বর্গের দেবতা আসি' পড়ে লুটি' তোর পদতলে।
রে চিররহস্যময়ি—একি তোর নিদারুণ রঙ্গ ;
হায় দীপ্ত বহ্নিশিখা, হায় ক্ষুদ্র মানব পতঙ্গ !

লেখা।

হে মোর তরুণী সাকি, ধর এই উপদেশ কথা—
নবীনের মুগ্ধকর্ণে প্রবীণের অভিজ্ঞ বারতা।
সুস্বর সারঙ্গ ধ্বনি কানে যবে করে পরবেশ,
ফেণিল উচ্ছল সুরা চোখে আনে অপূর্ব্ব আবেশ;
মন্দ মন্দ সন্ধ্যাবায়ু বসোরার গন্ধ বহি' আনে—
নিঃশেষে করহ ভোগ—নীতি কথা তুলিওনা কানে।

রে নিদয়ে, হৃদয়ের বেদনারে করিয়াছ প্রিয়,
তোমার কটাক্ষঘাত মরণেরে করেছে অমিয়!
তীব্র অবহেলাপূর্ণ এত যে নিঠুরা তব বাণী—
মধুর অধর হ'তে আসে—তাই মধু বলে' মানি!
বাঁকা সুধাকরে আঁকা অধরের মধুর রচন,
কেমনে ফুটিবে সেথা নিদারুণ পরুষ বচন?

সাজায়ে সহজ কথা—সঙ্কোচে সন্দেহে ম্রিয়মান,
তোমারি উদ্দেশে প্রিয়া রচি' দিনু ছোট এই গান।
অনিপুণ হস্তে গাঁথা তুচ্ছ এই প্রবালের মালা—
তোমার কোমল কণ্ঠে পরাইতে বড় সাধ বালা।
করুণ তরুণীদলে বলে বটে এরে মনোহর,—
তোমারি পরশ লাভে শুধু হবে সার্থক সুন্দর!

হাফিজ।

প্রেমের অন্ধতা।

নন্দনে মন্দারমূলে—শ্বেত শিলাসনে,
সমাচ্ছন্ন শৈবালের শ্যাম আস্তরণে
পুঞ্জীভূত পুষ্পরাশি বিচিত্র বরণ;
তদুপরি রতিকাম খেলায় মগন—
পণ রাখি' পাশা খেলা। ঘিরি' চারিধারে
উৎসুক অমরবৃন্দ কাতারে কাতারে!
কে হারে কে জিনে রণে—উৎকণ্ঠা বিষম,
পবন বহে না বেগে, মূক বিহঙ্গম্!
অদৃষ্ট কামেরে বাম, তাই ছাড়ি' তারে
প্রসন্ন প্রথম হ'তে অনঙ্গ-প্রিয়ারে!
বিশ্বজয়ী পুষ্পধনু হারিল মদন
দুরন্ত পাশার পণে; সংক্ষুব্ধ পবন
গর্জ্জিল শঙ্খের স্বনে বিজয় ঘোষিয়া।
একে একে পঞ্চ বাণ পণে ধরি' দিয়া
হৃতসর্ব্ব মনসিজ; লাজে অভিমানে
অনন্ত যৌবন রত্ন বাঁধা দিল দানে!
দশন মুকুতা দিল, প্রবাল অধর,
দুটি গণ্ড হ'তে দুটি গোলাব সুন্দর,

লেখা।

যুগল নয়ন দিল খঞ্জন-চঞ্চল
সর্ব্বশেষ পণে ; হর্ষে ত্রিদিবের দল
করিল দুন্দুভিধ্বনি, সাঙ্গ হ'ল রণ ;—
চক্ষুহীন সেই হ'তে দুর্দ্দান্ত মদন !
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল,—বিশ্বচরাচরে
তাই প্রেম সেই হ'তে অন্ধ নাম ধরে।

লাইলি

ধানকাটার গান।

আস্‌তে যেতে পাড়ার পথে
কত না মুখ চোখে পড়ে ;—
আছে কেবল একটি—যাতে
পরাণ আমার ভাঙে গড়ে !

জানিনাক মনটি তাহার,
জানি না সে কেমন যে লোক ;
জানি শুধু সকল-হরা
পাগল-করা কাজল সে চোখ !

ডাক্‌লে পরে যায় সে চলে'—
না ডাক্‌তে যে কাছে আসে ;
আমি যখন অশ্রু নয়ন,
সে হয়ত বা তখন হাসে ;

যখন আমি ক্ষেতের কাজে,
সে যে আমার আলের ধারে ;
যখন আমি সাঁতার জলে,
জল আন্‌তে সে পুকুর পাড়ে ;

লেখা।

আমি যখন তাদের পাড়ায়—
হয়ত সে মোর কুটীর পাশে ;
আমি যখন তারেই খুঁজি,
—লুকিয়ে থাক্‌তে ভালবাসে !

পথের মাঝে দেখি যে তার
কাজল দুটি কালো আঁখি,
ঘরের চেয়ে পথের ধারে
তাইতে আমি ভালো থাকি !

আস্‌তে যেতে পাড়ার পথে
আঁখিটি যেই চোখে পড়ে,—
তড়িৎ চোখের ক্ষণিক দিঠি
পরাণ আমার ভাঙে গড়ে !

জানি নাক কেমন মেয়ে
জানি নাক কেমন যে লোক,—
জানি শুধু কুহক-ভরা
পাগল-করা কাজল সে চোখ !

সেদিন যবে।

সেদিন যবে মোদের ছাড়াছাড়ি—
বচন-হারা সজল আঁখি নত ;
আধেক ভাঙা বুকের ব্যথা নিয়ে
কতদিনের—কতদিনের মত !

কপোল তব পাংশু হয়ে এল,
চুম্বনেতে নাই সে নিবিড়তা ;—
সত্য বলি, সেই বিদায়ে যেন
বুঝেছিলাম আজিকার এই ব্যথা।

শীতের ঊষার শিশির কণা লেগে'
ললাট আমার এল যে হিম হয়ে ;—
তাতেই যেন আজিকার এই দশা
ইঙ্গিতেতে দিল আমায় কয়ে !

সে সব শপথ কোথায় গেছে ভেঙে—
নামে তোমার শুনি অনেক কথা ;
হেথায় হ'তে সে সব কথা শুনে
তোমার লাগি আমার জাগে ব্যথা !

লেখা।

সাক্ষাতে মোর নাম করে তোর লোকে—
কাণে আসে মৃত্যুশ্বাসের মত ;
সর্ব্ব দেহ শিঁউরে উঠে মোর—
কেনরে তুই প্রিয় ছিলি এত ?

জানে না তারা—আমি যে তোরে জানি,
যেমন জানা কেউ জানে না আর ;
যাহার লাগি ভুগিতে হবে কত—
ভাষায় হায় নাহিক ভাষা তার !

বড় গোপনে মোদের সে মিলন,
নীরবে আজি কাঁদিতে হবে তাই ;
হৃদয় তোর—ছলনা সেও জানে,
ভুলিতে পারে—সেকথা ভাবি নাই !

তবুও যদি দীর্ঘ দিন শেষে
আবার দেখা হয় সে চোখে চোখে ;—
কেমনে বল্ বরিব তোরে আমি ?
—সজল চোখে, নীরব নত মুখে।

বায়রণ।

স্বীকার।

রমণিরে, সত্য বলি আমি তোর সৌন্দর্য্যের দাস ;
ওই তোর রূপরাশি এ দীনের মহানাগপাশ !
ধরায় কুসুম কান্তি, মেঘে তারা, পাতালে মাণিক—
কি লাগি' তাদের গর্ব্ব ? তোরি শোভা পেয়েছে খানিক !
বিন্দু বিন্দু ব্যাপ্ত যাহা রহিয়াছে বিশ্বচরাচরে,
একত্রে গাঁথিয়া মালা পরেছিস্ কম কলেবরে !
কি ফল সে মিছাতর্কে—বৃথা রোষ, বৃথা দোষ ধরা ;—
আমি তোর রূপমুগ্ধ— অক্ষমতা ? তা বলে' কি করা !
বেড়িয়া তনুটি তোর নিশিদিন চিত্ত মোর ঢলে—
বাসনার প্রজাপতি আত্মহারা সৌন্দর্য্যের ফুলে !
বসন্ত যেমন আসে—কলকণ্ঠে গেয়ে উঠে পাখী ;
জীবনে বসন্ত এলে চঞ্চল হইয়া উঠে আঁখি !
আঁখির কি দোষ তবে, পাখীর না হয় যদি দোষ ?
স্বভাবের দোষ সে যে, সেত কারো নাহি মানে রোষ !

রূপতৃষ্ণা।

ও শুধু কথার কথা,—বাতুলের আশা!
কই গেল চিত্ত হ'তে সৌন্দর্য্য পিপাসা—
কই গেল রূপতৃষ্ণা! মিথ্যা সেই কথা,
—বয়সে টুটিয়া যায় বাসনার ব্যথা।
দিনরাত—দিনরাত বসে' আছি ঠায়,
কবে সে ঘুচিবে মোহ—তারি প্রতীক্ষায়!
মাস গেল, বর্ষ গেল, যুগ গেল বহি';
হৃদয়ের তৃষ্ণা মোর, মিটিল সে কই?
যেমনি রূপের আলো ঝলকে নয়নে—
অমনি হৃদয় ছুটে নেত্র-বাতায়নে!
বাসনা ঝাঁপায়ে পড়ে রূপের আগুনে—
কোথায় কর্ত্তব্য নীতি—কার কথা শুনে?
পথ চেয়ে কত কাল বসে' রব, হায়,
কবে আর যাবে মোহ—জীবন যে যায়!

তবু কত না মধুর।

তবু কতনা মধুর অকপট প্রেম,
বৃথায় যদিও যায়,
আর কতনা মধুর মরণ, যাহাতে
সকল জ্বালা জুড়ায় ;—
আমি প্রণয় মরণ—কে বেশী মোহন
বুঝিতে পারিনা তাই !

প্রেম, তুমি কি অমিয়া ? মরণ ত তবে
গরল বলিয়া মানি ;
প্রেম, তুমিই গরল —তবে ত আমার
মরণ অমিয়া-খনি ;—
হায় প্রেম, যদি তুমিই অমিয়,
তোমারেই বরি আমি !

মধুর পিরীতি, জীবনে মরণে
নাহিক যাহার ক্ষয় ;
মধুর মরণ, পরশে যাহার
সব মিছা মনে হয় ;—
আমি বুঝিতে পারিনা, প্রণয় মরণ—
কে বেশী অমিয়াময় !

লেখা।

আমি হাসিয়া চলিব প্রণয়ের সাথে,
অনুমতি যদি পাই ;
আমি মরণে করিব বরণ ঐ সে
ডাকিছে আমারে—আয় !
ঐ কানে আসে তার আহ্বান,
তবে যাই— চিরতরে যাই।

টেনিসন।

সাধ।

আরে ঐ আসে মোর পল্লি-বাসিনী—
ভালবাসি যারে প্রাণে,
আমি উহারি কাণের দুলটি হইয়া
সোহাগে দুলিব কানে ;
সদা রহিব লুকায়ে অলক মাঝারে
দিবস রজনী ধরি,
আর সুকোমল ঐ শাদা গাল দুটি
পরশিব চুরি করি !

আমি তাহারি কোমল কটিটি বেড়িয়া
রহিব মেখলা হয়ে,
সে যে হৃদয়ের তালে কাঁপাবে আমারে
সুখে দুখে লাজে ভয়ে ;
আর দেখিব তাহার হৃদয়টি সদা
চলে কিনা ঠিক সুরে
তাই নিবিড় বাঁধনে কটিটি তাহার
বেড়িয়া ধরিব ধীরে !

আমি তাহারি গলার মালাটি হইয়া
   দুলিব দিবসে রাতে,—
যবে সুখে দুখে তার বুকটি নাচিবে
   আমিও নাচিব সাথে ;
আর বুকের উপরে রহিব পড়িয়া
   এত চুপে—এত ধীরে,
সে যে নিশীথে নিভৃতে শয়নে আমারে
   ফেলিয়া দিবেনা দূরে !

টেনিসন।

অপূর্ব্ব মিলন।

কাছে যবে থাক, খুঁজিয়া তোমারে
মিলেনা তোমার দেখা ;
তোমারে বেড়িয়া রূপটি তোমার
দাঁড়াইয়া থাকে একা !
ঘনাইয়া আসে মোহের আবেশ,
ভরে' আসে ছুটি আঁখি ;—
মূঢ়ের মত বিস্ময়ে হত
বিহ্বল হয়ে থাকি !
বুঝিতে পারিনা—বুঝাতে পারিনা
কহিতে পারিনা কথা—
চোখে জাগে শুধু ছবি খানি তোর
হিয়ে জাগে শুধু ব্যথা !

দূরে, কত দূরে আছ তুমি আজি
হেথায় আমি যে একা ;—
তবু তোর সাথে দিবসের মাঝে
শতবার করি' দেখা !
পিরীতি তোমার মূরতি ধরিয়া
আরতি করিছে মোরে ;
রস-অনুরাগ অগুরু-গন্ধে
হৃদয় উঠিছে ভরে' !
কাছে থাক যবে—মিলেনা মিলন,
দূরে গেলে' মিলে তবে !
অপরূপ এই মিলনের রীতি
কে শুনেছে বল কবে ?

গৃহিণীহীন শ্বশুরালয়ে।

(শ্যালীসভায়)

আমি হাস্‌তে চাই ত তোদের মতন
পরাণ খুলে' সই,—
ভাল বাস্‌তে চাই ত তোদের মতন
কিন্তু পারি কই ?
তোদের সুখে, তোদের ব্যথায়,
গল্পে গানে হাসির কথায়,
সকল কথা ভুলায়, শুধু
একটি কথা বই ;—
আমি তাইতে এমন হাসির হাটে
উদাস হয়ে রই !

তোমরা ভাব্‌ছ, ক'চ্চি এত—
—সত্যি কথা সই ;
ক'চ্চ এত—সত্যি, আমি
অস্বীকার ত নই ;

কিন্তু যাহার চোখের দেখা
সকল করা ক'ত্ত একা,
সেই পাগল করা পরশমণি
আজকে হেথা কই ?
তারই কথা জাগ্‌ছে মনে,—
তাইতে এমন হই !

আমি তোদের মতন পরাণ খুলে'
হাস্‌তে চাইত সই—
আমি তোদের মতন আপন ভুলে'
মিশ্‌তে চাইত ওই !
তোদের সুখে দুঃখে ব্যথায়,
রঙ্গে রসে হাসির কথায়,
সকল কথা ভুলায়, শুধু
একটি কথা বই ;—
আমি তাইতে তোদের হাসির হাটে
নীরব হয়ে রই !

কালো আঁখি।

কালো আঁখি তব, সখি, সরসীর জল ;
অতল অপরিমেয় প্রশান্ত নির্ম্মল
শোভা তার ;—তট শোভা, শ্যাম কুঞ্জবন,
উদার আকাশ পট বিম্বিত যেমন
সরসীর স্বচ্ছ বারিমাঝে—ওগো প্রিয়ে,
তেমনি সুন্দর শোভা রয়েছে ফুটিয়ে
তোমার নয়ন মাঝে ; স্নেহ, ভালবাসা,
মৌনলজ্জা, প্রীতি, দয়া—হৃদয়ের ভাষা !

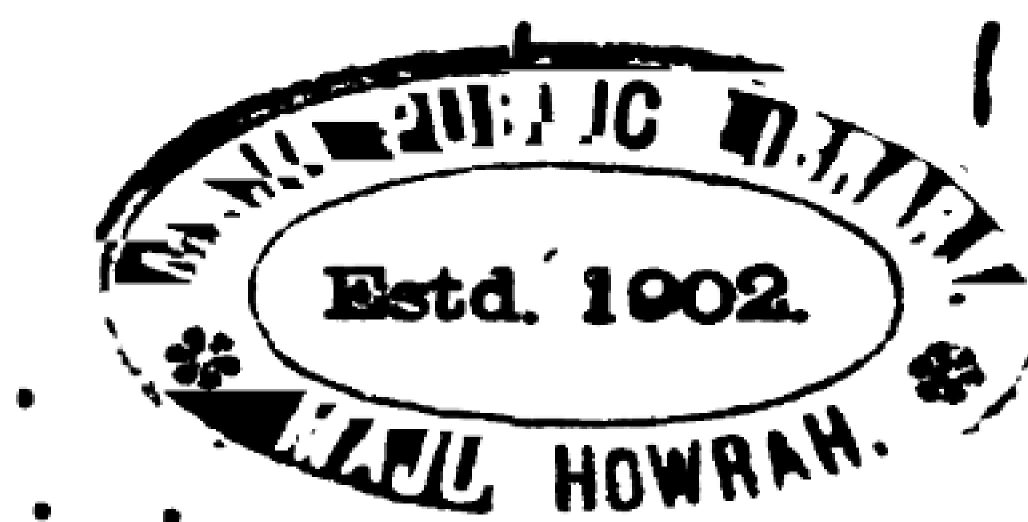
সান্ত্বনা।

আয়, মোর বুকে আয়, শরাহত কুরঙ্গ আমার ;
যাক্ না সকলে ফেলি', হেথা তবু গৃহটি তোমার !
হেথায় আছে রে হাসি, বিষাদে যা ঢাকিতে না পারে ;
বাহু মোর, বক্ষ মোর আমরণ রবে তোরি তরে।

হায়, তবে কি সে প্রেম, কিসের লাগিয়া তার নাম—
সুখে দুখে লাজে ভয়ে যদি সদা না রহে সমান ?
চাহিনা জানিতে কভু আছে কিনা আছে দোষ তার ;
জানি শুধু ভালবাসি, তার বেশী কি হবে সে আর ?

দেবী বলেছিলি মোরে আনন্দের অবসরে তোর,
দেবী হয়ে রব তবু—যতই ঘনাক্ দুখ ঘোর ;
নির্ভয়ে রহিব সঙ্গী বিপদের বহ্নিজ্বালাপথে,
বাঁচিব বাঁচা'তে পারি, নতুবা মরিব একি' সাথে !

মুর।



স্বপ্ন।

সেদিন পূর্ণিমা নিশি শারদ আকাশে।
পূর্ণ করি’ সর্ব্বদেহ শেফালীর বাসে
সমীরণ ধীরে ধীরে ধরণীরে চুমে ;—
নিস্তব্ধ শয্যার প্রান্তে মগ্ন ছিনু ঘুমে !

মৃত প্রিয়া ধীরে ধীরে কাছে মোর বসি’
কোমল অঙ্গুলি স্পর্শে ললাট পরশি’
জাগায়ে কহিল মোরে,—হে প্রিয় আমার,
জাগিয়া উঠিয়া দেখ, এসেছে আবার
মর্ত্ত্যের সঙ্গিনী তব ; বহু সাধনায়
তুষ্ট করি’ স্বর্গবাসী সর্ব্ব দেবতায়
লভিয়াছি এই বর, প্রাণেশ আমার ;—
কাটাইবে অভাগিনী চরণে তোমার
একটি পূর্ণিমা নিশি ;—রজনীর শেষে
যেতে’ হবে ফিরে’ পুন সেই দূর দেশে !

পেয়েছি এ নিশি, সখা, অনেক সাধনে,—
এ নিশি কেমনে, প্রিয়, কাটাব দুজনে ?
আমি বলি—তুমি বল ; প্রিয়া বলে—তুমি
আগে বল তব ইচ্ছা, তুমি হ'লে স্বামী ;
এইরূপে, তুচ্ছ তর্কে দ্বন্দ্বে অভিমানে
কাটিল সমস্ত নিশি। বিষণ্ণ পরাণে
মিলনের শান্তি যবে জাগে পুনরায়,
চাহি' দেখি সুখনিশি অবসান প্রায় !
ঊষার রঞ্জিত রাগ সুমধুর হাসে,—
তৃষার্ত্ত অধর মোর চুম্বনের আশে !
প্রিয়া কহে ম্লান মুখে—আর দেরী নাই,
ক্ষমা কর দোষ, সখা, মৃত্যুপুরে যাই।

কাতরে উঠিনু কাঁদি'—কোথা প্রিয়ে বলি'
বিষাদে জাগিয়া উঠি' বুঝিনু সকলি !

ধরণীর প্রেম।

ছয় ঋতু ফিরে' ফিরে' যায় আর আসে ;-
প্রেমের বিচিত্র লীলা ধীরে পরকাশে
ধরার নায়িকা-হৃদে ; হর্ষ-লজ্জা-ভয়ে
উন্মত্তা ধরণীবধূ রহস্য-বিস্ময়ে !

তৃষার্ত্ত বৈশাখ—শুষ্ক, খড়ি উঠে গায়,
তপ্ততনু ছট্‌ফটি' ধুলায় লুটায়,
রুক্ষ পাণ্ডু কেশপাশ, রিক্ত দেহবাস—
বিরহ-ব্যাকুলা ধরা ফেলিল নিশ্বাস !

আষাঢ় এলায়ে দিল কৃষ্ণ কেশস্তর,
পুলকে উঠিল ফুটি' কদম্ব কেশর ;
রাত্রিদিন শ্রান্তিহীন বৃষ্টিধারা ঝরে—
প্রোষিতভর্ত্তৃকা ধরা কাঁদিল কাতরে !

সুন্দর শরৎ অঙ্গে পীত রৌদ্র বাস,
সুশুভ্র রজতজ্যোতি ঝলি' উঠে কাশ,

শেফালী-কমল-মধুগন্ধ-মাতোয়ারা—
মিলন-সম্ভোগরসে হাসে বসুন্ধরা !

হেমন্ত হাসিছে—কানে শিশিরের দুল,
দীপিয়া উঠিল দেহে দোপাটি দুকূল,
পরিপক্ক ধান্যশীর্ষে দুলায়ে অঞ্চল
দলমলি' উঠে ধরা রভস-চঞ্চল !

উত্তর অনিলরথে আসিল হিমানি
কম অঙ্গে কুয়াশার জবনিকা টানি' ;—
আতপ্ত পরশ আশে দীর্ঘ নিশি ধরি'
মানিনী ধরণী রাণী কাঁপে থরথরি' !

বসন্ত আসিল সাজি' ফুলে ফুলে ফুলে,—
চূতাস্বাদে কোয়েলার কণ্ঠ গেল খুলে' ;
মলয় বহিয়া আনে আকুল নিশ্বাস—
ধরার প্রণয়ে আজি প্রথম সম্ভাষ !

জানিনা কাহার সাথে ধরণী এমন
যুগ যুগান্তর ধরি' প্রেমনিমগণ ;—
যার সে বিরাট প্রেম খণ্ড হয়ে রাজে,
ধরার সন্তান—এই নরনারী মাঝে !

প্রেমের প্রবেশ।

প্রেম প্রবেশিল জানালার পথে,
    ধন প্রবেশিল দ্বারে;
ধনেরে দেখিয়া আসিয়াছ বুঝি?
    শুধালাম আমি তারে।
প্রেম পাখা নাড়ি' কহিল কাঁদিয়া
    করুণ মধুর স্বরে,—
গরিবের গৃহে যেমন আমার,
    তেমনি ধনীর ঘরে!

ধন বাহিরিল জানালার পথে,
    দারিদ্র্য ঢুকিল দ্বারে;
ধনের সঙ্গে যাবেনা এবার?
    শুধালাম আমি তারে।
প্রেম পাখা নাড়ি' কহিল কাঁদিয়া—
    মিথ্যা কহিছ কেন?
ধন—সে তোমারে ছাড়িল বলিয়া
    আমি আরো কাছে জেন'!

টেনিসন।

মিছে মরি পথ ভুলে'।

কীর্ত্তন।

বঁধু, মিছে মরি পথ ভুলে'—
আমি তোমারি চরণে লাগাব বলিয়া তরি দিয়েছিনু খুলে'।
আজি সহসা ছলকি উঠিল জাগিয়া জোয়ারের জলরাশি,
তাই হালের পালের শাসন টুটিয়া তরি মোর গেল ভাসি';
সারা আকাশ জুড়িয়া তুফান জাগিল, সাগর জুড়িয়া ঢেউ—
বঁধু ভাবিয়া দেখিনু তুমি ছাড়া আর আমার নাহিক কেউ।
মম হৃদি-তরঙ্গ বিরাম মাগিছে তোমারি শীতল কূলে—
তাই তরণী বাহিয়া আসিয়াছে বঁধু তোমারি চরণ-মূলে।
আজি দিবা অবসানে আঁধার নামিছে ঢাকিয়া উভয় বেলা;
বঁধু তোমারি চরণ যুগলে বাঁধিব আমারি পরাণ-ভেলা।
ভয়ে কম্পিত চিত শঙ্কিত আজি, বড় বিপন্ন আমি ;—
তাই কাতর হইয়া শরণ লইনু, চরণে ঠেলোনা স্বামি।

লেখা।

প্রণয়ে।

প্রণয়ে—মানব প্রণয়ে, যদি সে
তেমন প্রণয় হয়,
দুই বিশ্বাস আর সন্দেহ, কভু
একসাথে নাহি রয় ;
এক তিল পরিমাণ সন্দেহ, করে
সব বিশ্বাস লয় !

অতি ক্ষুদ্র প্রমাণ ছিদ্র—যদি সে
বাঁশরীর মাঝে টুটে,
সে যে ধীরে ধীরে ক্রমে বেড়ে' যায়,
আর সঙ্গীত নাহি ফুটে ;
শেষে বাজাইতে গেলে বাঁশী একদিন
আর না বাজিয়া উঠে !

হায়, তেমনি যদি সে প্রণয়ের বাঁশী
বারেক ফাটিয়া যায়,
অতি যতনে জাগান' ফলটি যেমন
তিলে' দাগ ধরা গায়—
ক্রমে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হয়ে, শেষে
বিনষ্ট সমুদায় !

যদি যোগ্য নহে সে তোমার প্রেমের,
কি কাজ রাখিয়া তারে ?
তবে যাবে কি সে চলি'—হে পরাণপ্রিয়,
একবার বল—না রে ;
কর সন্দেহহীন বিশ্বাস, নয়
করিওনা একেবারে।

টেনিসন।

লেখা।

মায়া।

মিলন আসিছে উষার আলোকে,
বিরহ নীরবে চলে পশ্চিম দুয়ারে ;
হৃদয় কহিছে—জানিনে ভালো.কে,
ইহারে ছাড়িয়া আনিব কেমনে উহারে !
বিরহ মিলন—পুরাণ নূতন,
কার সাথে যুঝি, কার সাথে করি সন্ধি ?
দুই যে আমার আপনার ধন;
দুয়েরি প্রণয়ে চিরদিন আছি বন্দী !
তাই আজি যবে মিলন আসিছে,
বিরহ চলেছে নতমুখ করে' দুয়ারে ;
ব্যাকুল পরাণ দ্বিধায় ভাসিছে—
কে যে দুয়ারাণী, কেই বা আমার সুয়ারে !

পুরাণ বরষ মাগিছে বিদায়,
পূরব গগণে হেরি নূতনের চিহ্ন ;
হৃদয় আমার ভাবিতেছে, হায়,
দুই যে আমার সমান, নহেক ভিন্ন !
পুরাণর সাথে প্রাণের মিলন,
পুরাণর প্রেমে পরাণ আমার বাঁধা রে ;
নূতনের সাথে নূতন জীবন,
প্রণয়ে তাহার রহিয়াছে বাকী আধা রে ;
তাই আজি যবে মাগিছে বিদায়
পুরাণ, নূতন মারিতেছে উঁকি দুয়ারে ;—
পরাণ কহিছে, ঘটিল কি দায়,
কেমনে ছাড়িব ইহারে অথবা উহারে !

শুভযাত্রা।

শুক্ল হেমন্তের রাত্রি অবসানপ্রায়,
হিমক্লিষ্ট চাঁদখানি অস্তে যায় যায় ;—
সুখময়-শারদীয়-অবসর-শেষে
শুভযাত্রা করি' পুন ফিরিব বিদেশে।

অবিশ্রান্ত কলস্বরে গাহি' নিরবধি
ধৌত করি সৌধমূল বহে পূর্ণা নদী।
তরণী প্রস্তুত ঘাটে, প্রস্তুত সকলি ;
মাঝিগণ দিল সাড়া দুর্গা দুর্গা বলি'।
বরষাসঞ্চিত গর্ব্বে পূর্ণ কূলে কূলে—
দুলায়ে দুলায়ে তরি স্রোতস্বিনী দুলে
বহিল বিভাত-বায়ু হিমকণা হানি' ;
শীত-রোমাঞ্চিত দেহে বস্ত্রাঞ্চল টানি'
শয্যালীন পুরবাসী তন্দ্রাতুর সুখে ;
অশান্তি জাগিছে শুধু দুইখানি বুকে।

'সূর্য্য অনুদয়ে যাত্রা'—তার পর নাকি
পড়িবে 'অদিন' ; আর আধ ঘণ্টা বাকী!
ভৃত্য আসি' কহে দ্বারে—প্রস্তুত সকলি ;
তাড়াতাড়ি উঠিলাম সুখশয্যা ভুলি'।
—সকলি প্রস্তুত ? কিন্তু বিদায় যে বাকী!
কম্পান্বিত হাত খানি প্রিয়া হস্তে রাখি'
রুদ্ধকণ্ঠে কহিলাম,—তবে আমি আসি ?
অমনি নয়ন গেল অশ্রুজলে ভাসি'
বহিয়া কপোল বক্ষ, তিতিয়া বসন—
বিগলিত প্রণয়ের সুধা-প্রস্রবণ !
নারিনু যাইতে ছাড়ি,—বসিনু আবার ;
অশ্রুসিক্ত আঁখি দুটি চুম্বি' বারবার,
কতনা সান্ত্বনাবাণী কহিনু কাতরে ;
ভৃত্য ডাকি' কহে পুন উচ্চকণ্ঠস্বরে—
কর্ত্তা পাঠালেন বলি—আর দেরী নাই ;
এই আসি, বল্ গিয়ে—প্রিয়ে তবে যাই ?
আবার সে কণ্ঠখানি আসিল জড়ায়ে ;
বাষ্পাকুল নেত্র হ'তে আর্দ্র পক্ষ্মচ্ছায়ে
আবার জাগিল অশ্রু আকুল উচ্ছ্বাসে !
—দোয়েল উঠিল ডাকি' বাতায়ন পাশে।
বিদায়, বিদায় তবে ! মৃদু কণ্ঠস্বরে,
শুনিলাম—এস তবে—কম্পিত মর্ম্মরে।

লেখা।

এবার বাজিল কর্ণে দৃঢ় রুক্ষরবে—
কিসের বিলম্ব এত, কতক্ষণ হবে ?
সূর্য্যোদয়ে 'মহাদগ্ধা' দোষের সঞ্চার ;
সমাজ দেবের আজ্ঞা—'যাত্রা নাহি আর' !
হৃদয় দেবতা হাসি' কহিল উত্তরে,
'প্রসন্ন বিদায়-দৃষ্টি সর্ব্বদোষ হরে' !

দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলি' নৌকা দিনু খুলি' ;—
অশুভ যাত্রার কথা ত্বরা গেনু ভুলি'।

লেখা।

সন্দেহ নাই কারো।

দাদা যে আমায় কত ভালবাসে, কি আর বলিব তোরে!
নিশ্চয় জানি, স্নেহ খানি তার সব চেয়ে বেশী মোরে।
এলো-মেলো তার বই গুলি আমি নিত্যি গুছাই গিয়ে,
শ্রান্ত শরীরে বাড়ী ফিরে' এলে হাওয়া করি পাখা নিয়ে;
পশমের জুতো বুনিয়ে সেদিন হাতে দিনু যেই হাসি',
দাদা কহিলেন,—লক্ষ্মী বোনটি, বড় তোরে ভালবাসি।

নিশ্চয় সে যে খুবি ভালবাসে, সন্দেহ নাই কারো;
পাখা করা আর জুতো বোনা তবু ভালবাসে সে যে আরো!

ছোট বোন মোর পেয়েছে আমার মায়ের মুখের হাসি,
সব ভাইবোন তাই তারে মোরা বড্ডই ভালবাসি।
আমার খোঁপার সোনার ফুলটি সেদিন দিয়েছি তারে,
ছোট্ট আমার কানের দুলটি রেখেছি তাহারি তরে।
সেদিন যখন চুল বেঁধে' দিই, আমায় বলিল মেয়ে—
দিদি তোরে আমি খুব ভালবাসি,—বেশী সব্বারি চেয়ে।

নিশ্চয় সে যে খুবি ভালবাসে, সন্দেহ নাই কারো ;—
কেশের ফুলটি, কানের দুলটি ভালবাসে সে যে আরো !

বাবা যে আমায় কত ভালবাসে, তুমি নাকি তাহা জান ?
ভাই বোন মোরা অনেক ত আছি—আমাকেই এত কেন !
খাওয়ার সময় কাছে না বসিলে হয় নাক খাওয়া তাঁর,
হেসে তাঁর সাথে কথা না কহিলে, মুখখানি হয় ভার ;
সেদিন যখন পান দিতে যাই, বাবা বলিলেন হেসে—
গৃহটি আমার করেছিস্ আলো, তুই মোর ঘরে এসে।

নিশ্চয় তাঁর খুব ভালবাসা—সন্দেহ নাই কারো ;—
বিয়ে হ'লে যাবি পর-ঘরে, তাই আদর করেন আরো !

হায়, সে যে মোরে কত ভালবাসে, কি আর বলিব বল্ ;
মন ভুলাবার, প্রাণ গলাবার কতই জানে সে ছল !
আমি ছাড়া আর আপন বলিয়া কেহ নাই যেন তার,
আমায় দেখিতে আসে সে হেথায় কত ছলে কতবার ;
সে দিন যখন কথা না শুনিয়া তাড়াতাড়ি এনু চলে' ;—
সজল নয়নে কি যে সে চাহিল, কি আর বুঝাব বলে' !

সেই ভালবাসা—পরম চরম ; সন্দেহ নাই কারো ;
তনু মন দিয়া দিলে প্রতিদান, দিতে হয় তবু আরো !

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং

লেখা।

রমণি-ভাগ্য।

হায়রে নৈরাশ্যময় ভাগ্য রমণীর—
কি আনন্দ বাসর নিশায়!
সৌন্দর্য্য টুটিয়া যায় নিশ্বাসের সাথে
ভালবাসা নিমেষে মিশায়!
ধীরে, মোর বীণা, গাও ধীরে, মোর বীণা—
এ জগৎ কিছু না, কিছু না;
ধীরে, গাও বীণা।

প্রেম—সে ঘিরিয়া রয় ফুটন্ত কুসুম,
কুঁড়িটি যখন ফুটে ধীরে;
প্রেম—সে দলিয়া যায় ছিন্ন দলটিরে,
ভুলে'ও চাহেনা আর ফিরে'!
ধীরে, মোর বীণা গাও—ঝরে যাই যবে,
সরে যাই বিস্মৃতির তীরে—
ধীরে, বীণা ধীরে।

টেনিসন।

দিদি-হারা।

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
মাগো, আমার শোলোক-বলা কাজ্‌লা দিদি কই?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে,—
ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা, একলা জেগে' রই;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা দিদি কই?

সে দিন হ'তে দিদিকে আর কেনই বা না ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো?
খাবার খেতে আমি যখন দিদি বলে' ডাকি তখন,
ওঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো,
আমি ডাকি,—তুমি কেন চুপ্‌টি করে' থাকো?

বল্‌মা দিদি কোথায় গেছে, আস্‌বে আবার কবে?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুঁতুল বিয়ে হবে!
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকোই গিয়ে—
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে' রবে?
আমিও নাই, দিদিও নাই—কেমন মজা হবে!

লেখা।

ভুঁইচাপাতে ভরে' গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াস্ নে মা পুকুর থেকে আন্‌বি যখন জল ;
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুল্‌বুলিটি লুকিয়ে থাকে,
উড়িয়ে তুমি দিয়ো না মা ছিঁড়্‌তে গিয়ে ফল ;—
দিদি এসে শুন্‌বে যখন, বল্‌বে কি মা বল্ !

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
এমন সময়, মাগো, আমার কাজ্‌লা দিদি কই ?
বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে ঝিঁঝি ডাকে ঝোপে ঝাড়ে ;
নেবুর গন্ধে ঘুম আসে না—তাইতে জেগে' রই ;—
রাত হ'ল যে, মাগো, আমার কাজ্‌লা দিদি কই ?

লেখা।

শরতের আবাহন।

ওরে প্রবাসি, তোর প্রবাসের কাজ
তাড়াতাড়ি সেরে নে—
ওই দেখ্—তোর গৃহের দুয়ারে
আসিয়া দাঁড়াল কে !
স্নেহকম্পিত পুরাতন স্বরে,
ডাকিয়া তোদের বারবার করে',
বরষের পরে, ফিরে' তোর দ্বারে
আসিয়া দাঁড়াল কে !
* * তোর প্রবাসের কাজ
তাড়াতাড়ি সেরে নে।

গলিত-স্বর্ণ-রঞ্জিত-বাস
মণ্ডিত চারুকায়,
চরণ ফেলিতে শত শতদল
ফুটে' উঠে পায় পায় ;

শুভ্র সুহাস শান্ত অধরে,
মোহন সুষমা অঙ্গে না ধরে—
বরষের পরে, আজি তোর দ্বারে
হাসিয়া দাঁড়াল কে !
* * * প্রবাসের কাজ
তাড়াতাড়ি সেরে নে।

আকাশ তাহারি মাধুরি মাখিয়া
হাসিছে হরষ রসে ;
নিশ্বাসে তার বিশ্ব শিহরে
পুলক-রস-পরশে ;
শেফালির মালা জড়াইয়া কেশে,
ললিত রাগিণী গাহি' উল্লাসে,
বৎসর শেষে, সুধাহাসি হেসে'
কে ওই আসিল রে !
* * * * কাজ
তাড়াতাড়ি সেরে নে।

শরৎ তোদের ডাকিতে এসেছে—
আয়রে ফিরিয়া ঘরে ;
শত ম্লান আঁখি চেয়ে আছে যেথা
কত আগ্রহ ভরে ;
পিতার শান্তি, মাতার তৃপ্তি,
ভগিনী ভ্রাতার হরষদীপ্তি,—

লেখা।

গৃহের শরৎ-লক্ষ্মী যেথায়

দুয়ারে দাঁড়ায়ে রে!

*   *   *   *   *

তাড়াতাড়ি সেরে নে।

ওরে প্রবাসি, তোর প্রবাসের কাজ

তাড়াতাড়ি সেরে নে।

নাস্তিক।

জনকহীনা, জনম-দীনা খুকিটি এল ঘরে ;—
সূতিকাগৃহে কাঁদিল মাতা স্বামীর মুখ স্মরে'।
যেমন করে' যতনহীনা বাড়ে সে বনলতা,
তেমনি করে' বাড়িল খুকি—শিখিল ক্রমে কথা।
বয়স যবে বছর সাত, জননী গেল চলি' ;
কাঁদিল বালা—কোথায় গো মা, কোথায় মাগো বলি'।
পাড়ার ক'টি স্বজন মিলে' বহিয়া ব্যয় ভার,
গরিব এক বরের সাথে বিবাহ দিল তার ;
বয়স যবে পনেরো সবে, স্বামীটি গেল চলে',
গোপনে শুধু কাঁদিল বধূ কথাটি নাহি বলে'।
সহায়হীনা, বিধবা দীনা যাচিয়া ঘরে ঘরে
কোলের ছোট বালকটিরে পালিল বুকে করে' ;—
বছর দুই যেতে' না যেতে' সেটিও দিল ফাঁকি,
কাঁদিয়া মাতা খুঁড়িল মাথা ভগবানেরে ডাকি'।

অশনহীন রজনী দিন কাঁদিয়া অভাগিনী,
বিষাদ ভরে ক'দিন পরে সাজিয়া পাগলিনী—
সতেরো সবে বয়স যবে ত্যজিল প্রাণ বালা ;
—'সপ্তদশ নিদাঘ সহি' শুকাল বনমালা'!
গেল সে চলে', তাহারি সাথে ফুরাল মোর গান ;—
সে দিন হ'তে মানিনা তোরে, দয়াল ভগবান্।

লেখা।

কলঙ্কিনী।

পাংশুমুখে কি হাসিছ,—ওরি নাম হাসি!
আমি বুঝি তোর ওই মর্ম্মজ্বালা রাশি।
তোর পথ, অভাগিনি, হয় নাক সারা—
তুই রে অনন্ত পান্থ, চির-পথহারা:
থাকিতে আপন গৃহ, চির-পরবাসী;
থাকিতে ক্ষুধার অন্ন, চির-উপবাসী!

মহাকাল-রজনীর তিমিরের তলে
আঁকিয়া চরণচিহ্ন কলঙ্ক কাজলে,
চলেছিস্ দীর্ঘ পথ চির-একাকিনী
নরক-তিমির-তীর্থে নিঃসঙ্গী যাত্রিনী;—
শুধু সঙ্গী শান্তিহীন অন্তরের জ্বালা,
আর সঙ্গী অন্তহীন কলঙ্কের ডালা!
—হোথা তুমি হাসিতেছ লাজহীন হাসি,
হেথা আমি তোর তরে অশ্রুজলে ভাসি!

তবু।

ভৈরবী—একতালা।

খেলিতে হবে এ খেলা—
তবু খেলিতে হবে এ খেলা!
ভাঙিয়ে গিয়েছে জীবনের হাট, ফুরিয়ে গিয়েছে মেলা।
পরের নয়ন ভুলাবার লাগি'
এ যেন হয়েছে নিশি নিশি জাগি',
মরম মাঝারে বেদনা লুকায়ে নয়ন মুছিয়ে ফেলা!
সঙ্গী যে ছিল এক এক করে'
গিয়েছে ফিরিয়ে যে যাহার ঘরে—
কখন্ যে মোর আকাশের পরে গড়িয়ে গিয়েছে বেলা;
শুধু আপনারে নিয়ে প্রাণপণে খেলিতে হইবে খেলা—
তবু খেলিতে হবে এ খেলা!

লেখা।

স্মৃতি।

কতদিন, কতদিন নীরব নিশীথে,
না নামিতে চোখে ঘুমভার,—
ব্যথিত অতীত-স্মৃতি ডাকি' আনে চিতে
কত কথা কতদিন কার!
শৈশবের হাসি অশ্রু, সুদিন দুর্দ্দিন
বাল্য প্রণয়ের কথা কত;
সে সব উজ্জ্বল আঁখি আজি জ্যোতিহীন—
ছিল যাহা করুণা আনত;
আনন্দ অন্তরগুলি ছিল যা সেদিন,
ভগ্ন আজি মরণ-আহত!
তাই, কত—কতদিন নীরব নিশীথে,
না নামিতে চোখে ঘুমভার,—
বিষণ্ণ ব্যথিত স্মৃতি ডাকি' আনে চিতে
কত কথা কতদিন কার!

অতীত সে সব কথা পড়ে যবে মনে,
প্রাণোপম প্রিয় বন্ধুগণ,—
একে একে ঝরে' পড়ে হিম আগমনে
শুষ্ক চ্যুত পত্রের মতন !
মনে হয় যেন কোন উৎসব মন্দিরে
পরিত্যক্ত শূন্য চারিধার ;
একে একে দীপগুলি নিভায়েছে ধীরে,
পড়ে' আছে ছিন্ন ফুলহার ;
সঙ্গীহীন শূন্য গৃহে ভ্রমিতেছি ফিরে'
পদধ্বনি গণি' আপনার !
তাই, কত—কতদিন নীরব নিশীথে
না নামিতে চোখে ঘুমভার ;
ব্যথিত অতীত-স্মৃতি ডাকি' আনে চিতে
কত কথা কতদিন কার !

মুর ।

লেখা।

অসময়ে।

নয়নে পড়িবে যবে অন্তিম নিমেষ,
ফুরাইবে জীবনের খেলা,
স্তব্ধ সমাধির পরে মুগ্ধ আঁখিনীর
ফেলিতে এসোনা তুমি বালা—
এসোনা চরণে দলি' সমাধি নিলীন
সুখহীন শেষ ধূলিকণা ;
মরণে পেয়েছে সে যে একান্ত বিশ্রাম,
আর কেন বৃথা এ করুণা !
অশ্রান্ত উলূকধ্বনি-পূর্ণ সে বিজনে
একা তারে ঘুমাইতে দিও,—
তুমি চলে' যেও।

তোমারি ভুলে কি দোষে এই দশা মোর,
আজি আর দোষ দিব কায় ?
জীবন সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া হেথা,
আর বল কি ফল তাহায় !

হে রূপসি, যারে খুসি বরিও তাহারে
আজি মোর কোন বাধা নাই,
প্রতিকূল কালস্রোতে অবিশ্রাম যুঝি'
ক্লান্ত বড়, ঘুমাইতে চাই।
ফিরে' যাও হায় মুগ্ধে, মরণের কোলে
আজি মোরে ঘুমাইতে দাও—
ঘরে ফিরে যাও।

টেনিসন।

লেখা।

খাঁটি সত্য।

আমার প্রিয়ার নয়ন নহেক
হরিণীর চেয়ে ভালো,
আঁখিতারা তার কালো বটে, নয়
ভ্রমরের চেয়ে কালো!
চঞ্চল আঁখি ইঙ্গিতে কভু
খঞ্জন নাহি নাচে,
বেণীর তুলনা শুনিয়া নাগিণী
লাজে না লুকায়ে বাঁচে!
মুখখানি দেখে' চাঁদ বলে' কারো
ভুলেও হয় না ভুল,
দন্তরুচির কান্তি লভিতে
ফোটেনা কুন্দ ফুল!

মধুর অধরে মধু আছে, তবু
ভ্রমর নাহিক ভুলে,
কালো মেঘ ভেবে' আকাশের তারা
ফুটিতে আসেনা চুলে!
পাগল নহিলে বলিবেনা কেউ—
কথায় অমিয়া ঝরে,
হাসির সহিত তুলনা হেরিয়া
জোছনা হাসিয়া মরে!
চারু চরণের নুপূর শিখিতে
হংসী চাহেনা ফিরে',
চরণ ফেলিতে কোন বনফুল
ফোটেনা চরণ ঘিরে'!
চরণকমল শুনিয়া কমল
রাগে রাঙা হয়ে ফুটে,
তনুলতা সাথে তুলনা শুনিয়া
লতিকা শিহরি' উঠে!
রং যে তাহার কত সুন্দর
শতবার তাহা জানি,—
তাই বলে' সে যে 'দুধে-আলতায়',
—সে কথা কেমনে মানি?

লেখা।

মিথ্যা মায়ায় সাজাইতে তারে
নাই কোনো প্রয়োজন,
সকলের চেয়ে সত্য সে মোর
যাহারে সঁপেছি মন।

শিশু-রহস্য।

কহিতে জানে না কথা—মুখে ভাঙা ভাষ,
চলিতে পারে না, সদা চলিবার আশ ;
হাসি কি জানে না, মুখে হাসি আছে ফুটে',
কান্না অর্থহীন, চুম্বনেতে কেঁদে' উঠে ;
ভাবুক নহেক তবু খেয়ালেতে আছে,
আকাশের চাঁদেরে সে মিতা করিয়াছে ;
ভাল মন্দ নাহি বুঝে, যা পায় তা খায়,
মায়ে মারে, তবু ফিরে' মারি কাছে যায় ;
রাত দিন ধূলো মাখে তবুও সুন্দর,
হাসিতে ফুটিয়া উঠে কলিকা কুন্দর ;
ধর্ম্মের ধারেনা ধার—কৃষ্ণ কিম্বা যীশু,
লজ্জাহীন নগ্নকায় অধার্ম্মিক শিশু !
সর্ব্ব-লোক-শিশু-পিতা বিধাতার বরে,
অকলঙ্ক শিশুবেশে মানবের ঘরে !

লেখা।

জেলের মেয়ে।

ভুট্টো ক্ষেতের পাশে মোদের ছোট্ট কুটীর খানি ;
শিয়র দিয়ে যা'চ্চে বেয়ে ময়না গাঙের পানি—
একেবারে আমাদের ঐ মাদার গাছের তলে ;
গাছের ছায়া আধেক ডাঙায়, আধেক পড়ে জলে ।

বাবা আমার মস্ত জেলে ময়না গাঙের তীরে
সাঁঝে বেরোয় নৌকো নিয়ে, পোহাত হ'লে ফিরে।
পাড়ায় যত জেলে আছে, সকল জেলের চেয়ে
বাবা আমার ভারি লায়েক—'পঞ্চনায়ের' নেয়ে।

গোলা ভরা ধানের রাশি, পালা ভরা খড়—
আসুক্ নাক কি কর্‌বে সে কাল-বো'শেখের ঝড় ?
দুটো কৃষাণ চরায় মাঠে দশটা বলদ গাই :
খাওয়া-পরার জন্যে মোদের ভাবনা কিছু নাই।

তবু আমার বুকের মাঝে কেমন করে যেন—
বুঝ্‌তে নারি, বল্‌তে নারি—এমন করে কেন!
ইচ্ছা করে, দৈবে আমি হ'তাম যদি ছেলে,
কবে কোথায় যেতাম চলে' ঘরের খেলা ফেলে!

দিনের বেলায় বসি যখন মাদার গাছের তলে,
কত রকম লতাপাতা যায় যে ভেসে' জলে;
ভেসে' ভেসে' কোথায় যাবে ঠিকানা তার নাই—
ইচ্ছা করে—ওদের সাথে কোথায় ভেসে যাই!

ব্যথার ব্যথী নাইক পাশে—নাইক সঙ্গী-সাথ,
একা একা যায় কি থাকা সকাল থেকে' রাত?
ইচ্ছা করে—চুপটি করে' কোথায় চলে' যাই—
কত নদীর বাঁকে বাঁকে, কত নূতন ঠাঁই!

—নিঝুম রাতে বাবার সাথে কত না বাই জাল,
বাবাকে দি বসিয়ে দাঁড়ে—আমি ধরি হাল;
ঝড়ের মাঝে সামাল সামাল নৌকো দিয়ে পাড়ি
ভোর না হ'তে আস্‌ব চলে' আবার ফিরে' বাড়ী!

কালো জলের কল্‌কলানি, ফেনা সমুদ্দুরের,
জলের উপর লুকোচুরি মেঘের ও রোদ্দুরের;
ভাদর মাসের ভরা গাঙে ভাসিয়ে দিয়ে ভেলা,
বসে' বসে' দেখি কেমন কালো জলের খেলা!

লেখা।

তা না হয়ে কোথায় হ'তে হ'লাম কি না মেয়ে—
বয়স কাটে ঘরের মাঝে শুয়ে এবং খেয়ে,
কাপড় কেচে' বাসন মেজে' জালের দড়ি বুনে'
সারাটা দিন একলা বসে' প্রহর গুণে' গুণে' !

সূর্যি ডোবে, বাবা বেরোয় জালের পালা নিয়ে,
আঁধার ঘরে কপাট আঁটি একলা মায়ে ঝিয়ে ;
বাঁশের মাচায় কাঁথার উপর এলিয়ে দিয়ে গা—
চোখটি বোঁজার আগেই আমার ঘুমিয়ে পড়ে মা !

আঁধার ঘরের আঁধার তখন ঘনিয়ে আসে আরো,
ঝাঁঝাঁ করে রাতের আকাশ—সাড়াটি নাই কারো।
বুকের কাছে উঠে পড়ে ভরা গাঙের ঢেউ—
মায়ের কাছে শুয়ে ভাবি নাইক আমার কেউ !

হাহা করে' হাওয়া ডাকে কপাট নাড়া দিয়ে'
আমায় বুঝি ডাক্‌ছে ভেবে' দুয়োর খুলি গিয়ে ;
হিহি করে পালায় হাওয়া উড়িয়ে দিয়ে অলক—
সারারাতের ভিতরে আর পড়ে না মোর পলক !

দিনে রাতে বুকের মাঝে কেমন করে যেন—
বুঝ্‌তে নারি বল্‌তে নারি—এমন করে কেন !
গাঙের চরে চেঁচিয়ে মরে রাতের যত পাখী –
আমার চোখে ঘুম আসেনা—একলা জেগে থাকি !

কে দুঃখী ?

কে দুঃখী—কিসের লাগি' ? সংসার জননী
মোরে দিয়াছে বিদায় মমতা পাসরি' !
নিরানন্দ গৃহে মোর দিবস রজনী
বহে অশান্তির বায়ু নির্ব্বাপিত করি'
হৃদয় আনন্দ দীপ ! ঘৃণা উপহাস
রাশি উঠে ফুটি' সদা পরশে আমার !
—তাই বলে' দুঃখী আমি ? দুঃখ বলি তার,
আপন অন্তর যারে করেনা বিশ্বাস ;
দুঃখী সেই—প্রাণ হ'তে যার ব্যথা লয়
টানি', হেন কেহ নাই। মোর তুমি আছ
সখা, হৃদয় দেবতা, অন্ধকারময়
এ চিত্ত-আকাশে চন্দ্র তুমি—রহিয়াছ
পূর্ণ করি' করুণা-কিরণালোকে ; যায়
নিভে' শত কোটি তারা—কি ক্ষতি তাহায় ?

মিলন-মঙ্গল।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

নূতন অতিথি আজ আসিয়াছে গৃহ দ্বারে—
লহগো হৃদয়-বন্ধু বরণ করিয়া তারে।
করেতে কল্যাণ-রাখী, সীমন্তে সিন্দুর আঁকি'
বধূবেশে প্রেম আসে সাজি' শুভ উপচারে।
চৌদিকে উৎসব হাসি, বাজিছে মিলন-বাঁশি,
ভাসিতেছে পুরবাসী হরষের পারাবারে!
দুটি প্রাণ আজি হ'তে চলিল নূতন পথে—
বরণ করগো প্রভু বরষি' আশীষ ধারে।

লেখা।

বর।

কাঁকণ-পরা হাতে তোরা
প্রদীপ তুলে' ধর—
ওই শোনা যায় কলধ্বনি
এল বুঝি বর!

ওরে তোদের নাইকি ত্বরা?
নাইবা হ'ল নূপুর পরা;
কাজল আঁকা না যদি হয়
উজল আঁখি 'পর—
তা বলে' কি দেখ্‌বি নাক
নূতন বধূ-বর!

দোলায়-চড়া টোপর-পরা
ঐ রে এল বর—
হাজার লোকে ভরে' গেল
শূন্য দুয়ার ঘর!

লেখা।

তবু তারি পাশটি দিয়ে
ঘোমটা দিয়ে দাঁড়া গিয়ে ;
কিসের আজি সরম এত—
কিসের এত ডর ?
লাজের আজি নাই অবসর—
আজ এসেছে বর !

লীলা।

অধর তাহার বলে—যাও তুমি যাও,
আঁখি তার কহে—আহা থাক ;
কি যে তার অভিলাষ—কি বলিতে চায়,
কেমনে বুঝিব জানিনাক !
কেমনে বুঝিব বল রহস্য-জটিল
অর্থ কি যে—হাঁর কিম্বা নার ;
উপায় খুঁজিতে গিয়ে অন্ধ হয়ে যাই,
বিস্ময়ের নাহি পাই পার !
অকরুণ বাণী তার শুনি যবে কানে,
আশারাশি নিমেষে মিলায় ;
চাহিতে উজল দুটি নয়নের পানে
নিরাশা ফিরিয়া প্রাণ পায় !

সে দিন যখন সেথা ছিল সে দাঁড়ায়ে—
আধেক ফিরায়ে মুখখানি,
তৃষিত নয়ন হ'তে রুধিতে আপনা
তনু দেহে নীলাঞ্চল টানি ;—
সহসা কি যেন ভাবি' নিমেষের তরে
বিজয়িনী-গর্ব্ব-লীলা ভরে
উন্মুক্ত করিয়া দিল সর্ব্ব আবরণ
মরমের গোপন কন্দরে !
সুন্দরী ছলনাময়ী—নিসর্গ-নিপুণা ;
—কি মোহিনী তার ছলনায় !
চলে' যাবে বলে' তবু ফিরে' যেতে যেন
চরণ চলিতে নাহি চায় !

অজ্ঞাত ।

হোলী-খেলা।

রঙ্গ রাখ রসময়, রাখ রঙ্গ ওগো শ্যামরায়—
হারি মানিলাম হরি কুঙ্কুম-রাঙান দুটি পায়।
—এক নেত্রে মৃদু হাসি' অন্য নেত্রে কোপদৃষ্টি ভরি'
শঠশিরোমণি পদে নিবেদিলা রাধিকা সুন্দরী!
উত্তরে হাসিয়া দুষ্ট, করে ভরি' পূর্ণ পিচিকারী
শ্রীরাধার অঙ্গ লক্ষ্যি মারিলেন রঙ্গে গিরিধারী!
হাসি সুরসিকা রাধা শ্যামচন্দ্রে দিলা আলিঙ্গন—
কৌতুকে হাসিয়া সারা চারিধারে ব্রজগোপীগণ!

—একদিন এই চিত্র, মূর্ত্তিমান জীবন্ত উজ্জ্বল,
করেছিল সর্ব্বদেশ হাস্যে লাস্যে উন্মত্ত চঞ্চল!
আজি তাহা নামে মাত্র—তবু আজি কি উল্লাস ভরে
মাতিয়াছে পুরবাসী; কি উৎসব প্রতি ঘরে ঘরে!
চির-সুন্দরীর সাথে চির-সুন্দরের হোলীখেলা—
মধুর বসন্তে আজি বসায়েছে কৌতুকের মেলা!

লেখা।

তাই ভাবিতেছি আজি, বসি' একা আকুল অন্তরে—
সহসা চাহিয়া দেখি পশ্চিমের উন্মুক্ত অম্বরে
প্রাবৃটের ঘনঘটা-অন্ধকার আসিয়াছে নামি' ;
ধ্বনিছে জলদমন্দ্র দিক হ'তে দিগন্তরগামী—
আনন্দের ডম্বরু বাজায়ে। ক্ষুব্ধ ঝটিকার সনে
সঘনে নামিল বৃষ্টি ঘনঘোর ধারা বরিষণে!

ভুলে' গেনু সত্য মিথ্যা—গেনু ভুলে' তুচ্ছ কাল দেশ ;
উদ্ভ্রান্ত আঁখির আগে হেরিতে লাগিনু নির্ণিমেষ
বিশ্বের সে হোলীখেলা। বৃষ্টিছলে কৃষ্ণমেঘরাজি
পুলকিত ধরা অঙ্গে পিচিকারী মারিতেছে আজি
মহারঙ্গে ; কলহাস্যে দিগঙ্গনা হুড়াহুড়ি করে—
তারি দ্রুত পদধ্বনি শুনা যায় সুদূর অম্বরে!

—তখন পশ্চিম প্রান্তে সূর্য্যদেব আসিছেন নেমে',
শান্ত হল বৃষ্টিধারা ঝটিকা আসিল ক্রমে থেমে' ;
রাগরক্ত তরুশির রক্তরাগ অরুণ-কুঙ্কুমে,
রাগরক্ত গঙ্গাবারি তারি সেই রক্তরাগ চুমে',
রঞ্জিয়া দিগন্তকান্তি সান্ধ্য সূর্য্য অস্তে গেলা ধীরে—
মাখিয়া সন্ধ্যার গণ্ড লালে লাল আবিরে আবিরে!

চৈত্র-পূর্ণিমার রাত্রি—অপরূপ বিশ্ব-দোললীলা
আমার উদ্ভ্রান্ত নেত্র ঊর্দ্ধলোকে বিস্ময়ে হেরিলা!

প্রদীপ।

এ নহে বিলাসদৃপ্ত ধনীর আগারে
বিচিত্র স্ফটিকপাত্রে দীপ্ত দীপমালা!
শত বিদ্যুতের দ্যুতি শত আলো-জ্বালা—
প্রমোদ-উৎসব-গৃহে চারু-তারাহারে
জ্বলে না ইহার জ্যোতি ঝলসি' নয়ন—
বিলাস-লালসা-পুষ্ট ভোগ-হুতাশন!
অন্ধকার গৃহকোণে স্নিগ্ধোজ্জ্বলশিখা
এ যে দরিদ্রের দীপ নিশীথতামসে—
নিত্য নিশি জাগি' রহে মৌন নির্ণিমেষে,
প্রজ্বলিত প্রদীপের পুণ্য-বহ্নি-শিখা;
জননী লক্ষ্মীর মত জাগ্রত নয়নে
আগুলি' সন্তান গণে অশ্রান্ত যতনে!
দারিদ্র্যের দগ্ধ ভালে কল্যাণের টীপ—
অন্ধকার বঙ্গগৃহে সুমঙ্গল দীপ!

লেখা।

ইটালী।

হে আমার ইটালিয়া, কি কহিব'—কথা নাহি সরে ;
গভীর প্রাণের ব্যথা কে কবে কথায় দূর করে ?
অহোরাত্রি, হায় মাতা, সহিছ যে অনন্ত যন্ত্রণা ;
না পারি করিতে দূর, লভি যেন আপন সান্ত্বনা—
আজি এই অরুণার অন্ধকার শূন্য তীরে আসি',
গাহি' সিন্ধু-শোক-গাথা, টাইবারের বহ্নিজ্বালা রাশি !
হে বিশ্বের অধিরাজ, সর্ব্বদ্রাবী প্রেমের প্লাবনে
গলুক হৃদয় তব স্বরগের স্বর্ণ-সিংহাসনে।
সেথা হ'তে একবার এস নামি তব মর্ত্ত্যলোকে !
একবার দেখ চাহি'—দেখ দেব আপনার চোখে
তব প্রিয় পুণ্য-ভূমি ; দেখ চাহি, বিশ্বরাজ-রাজ,
শ্মশানের শোকচ্ছবি শ্রেষ্ঠতম রাজ্য তব আজ !
অন্নকষ্ট, মহামারি, বর্ব্বরের অত্যাচার রাশি—
সাধের ইটালী তব নিঃশেষে ফেলিল ক্রমে গ্রাসি' !
করুণ কাতর কণ্ঠে ডাকি তোমা দীনের দেবতা,—
জাগাও এ ক্ষীণ স্বরে প্রলয়ের গম্ভীর বারতা !

তোমাদের, যার হস্তে অজ্ঞাত বিধির ইচ্ছাবলে,
দেশের ভবিষ্য ভাগ্য ইঙ্গিত আদেশ মানি' চলে—
দুর্ভাগ্য দেশের লাগি' কোন ব্যথা জাগে না কি বুকে,
বিদেশীর অসিতলে কোন্ প্রাণে নিদ্রা যাস্ সুখে?
ঘৃণিত তস্কর হস্তে কলঙ্কিত শ্যামা মাতৃভূমি—
তাহারি সন্তান হয়ে কোন্ চোখে চেয়ে দেখ তুমি?
জানিনা কিসের মোহে, কি উন্মত্ত অন্ধ উপেক্ষায়
রাত্রি দিন দেখ চাহি' কলঙ্কিত আপনার মায়?
লক্ষ শত পুত্র যার, তার দ্বারে দস্যু-আক্রমণ—
এহেন দুর্দ্দশা দেখি' ভাঙিবেনা মোহের স্বপন?
একবার মেলি' আঁখি, ভাঙি' মুগ্ধ কুহকের ঘোর,
বিপদ-বন্যায়, দেখ্—ঘর দ্বার ভেসে' যায় তোর;
রাজ্য দেশ শস্যক্ষেত্র ঐশ্বর্য্য বিভব যশোমান—
ভেসে' গেল ধর্ম্ম কর্ম্ম, যায় সর্ব্ব,—যায় শেষে প্রাণ!
আপন অক্ষম বাহু না রক্ষিলে আপনার দেশ,
কি হবে তাহার দশা, জানিনাক হায় পরমেশ!

ইটালির অধিষ্ঠাত্রী—মুক্তহস্তা নিসর্গ-সুন্দরী
শুভক্ষণে রচি' দিল সুবিশাল আল্পাইন গিরি—
অরাতির বন্যামুখে পাষাণের দুর্লংঘ্য প্রাচীর,
অভ্রভেদী দ্বাররক্ষী ঊর্দ্ধে তুলি' সমুন্নত শির।
কিন্তু হায়, কে মুছিবে নিয়তির অব্যাহত লেখা,—
ধরণীর পাঠশালে হয় কি সকল বিদ্যা শেখা?

লেখা।

সুদুর্গম শৈলপারে, আশ্চর্য্য যা, স্বপ্নের অতীত,
তুষার-সুশুভ্র জ্যোতি, আজি দেখি—তাও কলঙ্কিত
নিরীহ মনুষ্যরক্তে! ধর্ম্ম হত অধর্ম্মের রণে
হায় কি লজ্জার কথা; পাপ হস্তে লিখিব কেমনে
আজি সে কলঙ্ক-লেখা? হায়, একি সেই পুণ্যভূমি,
যেথা মেরায়াস্-কীর্ত্তি এক দিন নভস্তল চুমি'
আপন বিজয় বার্ত্তা শুনায়েছে বিমুগ্ধ জগতে—
গৌরব-সৌরভ যার আজিও উঠিছে শূন্যপথে!
কোথা সেই জয় কীর্ত্তি, কোথা পুণ্য গৌরবের ডালি—
অক্ষম শোণিতপঙ্কে কলঙ্কিত পবিত্র ইটালি!

সীজারের উচ্চনামে আজি আর নাহি কোন কাজ—
একদিন যার বাহু ঘুচায়েছে সর্ব্ব-দুখ-লাজ,
শত্রুরক্তে ধৌত করি' জননীর শুভ্র পা দুখানি;
কিন্তু হায়, কোন মন্দ গ্রহ ফলে আজিকে না জানি,
এ হেন দুর্দ্দশা ঘোর; বিধাতার কি যে অভিশাপে
সহিছ এ অপমান—হা অদৃষ্ট, জানিনা কি পাপে!
ধন্য তোরা কুলাঙ্গার, যার হস্তে ইটালির ভার,
স্বার্থোদ্ধত রাজদস্যু, ধন্য তোর অন্ধ অত্যাচার;
ধরণীর শ্রেষ্ঠ রাজ্যে একেবারে দিলি রসাতলে!
কি পাপে জানিনা হায়, কহ শুনি—কি বিচারবলে
অসহায় উৎপীড়নে একি তোর উৎকট উৎসাহ!

নিরন্ন যে শ্রমজীবী, ভিক্ষা অর্থে জীবন-নির্ব্বাহ,
শুষ্ক শীর্ণ হস্ত হ'তে তাম্রখণ্ড কাড়ি' লয়ে তার,
স্বার্থের অনল জ্বালি' যোগাইছ নব কাষ্ঠভার!
সত্যেরে জানিয়া ধ্রুব, তুচ্ছ করি সর্ব্ব অপমান---
ধর্ম্ম জানে, কি যে দুঃখে গাহি এই জ্বালাময় গান!

শক্তিমত্ত বর্ব্বরের নিত্য নব অত্যাচার রাশি,
অরুন্তুদ অবিচার, তীক্ষ্ণধার উপেক্ষার হাসি
সহিছে যে হাস্যমুখে—হায় লজ্জা, কি বলিব আর—
মৃত্যু তার বহু শ্রেয়, আপন সম্মান নাহি যার!
অক্ষমের বক্ষরক্তে নিত্য যারা করিছে তর্পণ,
আপন সর্ব্বস্বধন তারি হস্তে করিয়া অর্পণ,
নিশ্চিন্তে রয়েছ বসি'? ভেবে' দেখ নিমেষের তরে,
আত্মার মর্য্যাদাজ্ঞান নাহি যার আপন অন্তরে,
মর্য্যাদার মূঢ় চেষ্টা শুধু তার মিথ্যা বিড়ম্বনা—
হতভাগ্য ইটালিয়া, একি তোর দারুণ লাঞ্ছনা!
অতীত ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মী ফিরে' যদি চাহ পুনর্ব্বার,
দাম্ভিক বর্ব্বর পদে লুটায়োনা মস্তক তোমার।
কোটি প্রাণে যদি আজ একতার মহামন্ত্র জাগে,
পুন সে গৌরব লাভে বল শুনি কতক্ষণ লাগে?
দেহে যবে রহে প্রাণ, রয় যদি পরাধীনতায়,
অদৃষ্টেরে দোষ মিছে, দোষ নিজ মূঢ় মত্ততায়!

হায়, এ কি নহে সেই মাতৃভূমি, যার অঙ্কে আসি'
প্রথম সূর্য্যের আলো হেরেছিনু বিস্ময়ে বিকাসি ?
এই কি নহে গো সেই মাতৃভূমি, মুগ্ধ শিশু সম,
যাহার কল্যাণক্রোড়ে বাড়িয়াছে এ জীবন মম
শিক্ষা দীক্ষা শক্তি ভক্তি মমতার সহস্র বন্ধনে ?
হোথা ঐ মরণের শান্তিহীন অন্তিম-শয়নে
পিতৃপিতামহ মোর অতন্দ্রিত দেখিছেন চেয়ে—
দেশের দুর্দ্দশা-দৈন্য দশদিকে আসিতেছে ছেয়ে !
রে দুর্ভাগ্য পরাধীন, একবার সেই কথা স্মরি'
মুহূর্ত্ত হৃদয় তব করুণায় উঠে না কি ভরি' ?
দেবতা বিমুখ তারে, চিত্তে যার নাহি ভালবাসা
আপন দেশের প্রতি—নাহি তার বিন্দু মাত্রা আশা !
মহৎ কর্ত্তব্য বোধে হয় যদি হৃদয় চঞ্চল,
আপনি বিজয়-লক্ষ্মী হস্তে তোর দিবে নব বল।
মিথ্যা নহে—মিথ্যা নহে, রে অধম রে চিরপতিত—
ইটালি-গৌরব-রবি চিরতরে নহে অস্তমিত।

নাহি রাত্রি নাহি দিন, অবিশ্রান্ত বহে কালধারা—
জীবন-বুদ্বুদ তায় ভেসে' যায় সীমাসংখ্যা-হারা।
ঐ চেয়ে দেখ্ পিছে মরণের প্রলয় ঝটিকা—
মুহূর্ত্ত জ্বলিয়া হায়, নিভে' যায় জীবনের শিখা !
সর্ব্ব আবরণ-হারা আত্মা শুধু নিত্য মৃত্যুঞ্জয়,
অজ্ঞাত অনন্ত রাজ্যে লভে তার অন্তিম আশ্রয়।

সীমাহারা অন্ধকার, দৃশ্য-শব্দ-শূন্য ভয়ঙ্কর—
কোথা সেথা ঘৃণাপূর্ণ দাম্ভিকের কুঞ্চিত অধর ?
মহামৌন মহাশান্তি সেথা শুধু অনন্ত বিরাজে ;
আপনার অক্ষমতা স্মরি' সেথা মরি' যাবি লাজে
রে অবোধ অত্যাচারি ; দূর করি' স্বার্থ সঙ্কীর্ণতা,
যথার্থ কল্যাণ কার্য্যে সেথায় লভিবি সার্থকতা।
পৃথ্বিসম ধৈর্য্য-ক্ষমা, সিন্ধু সম উদারতা যার,
অমর যশের মালা এ জগতে প্রাপ্য শুধু তার।
হেথা তুদণ্ডের খেলা ধরণীর ধূলিময় ঘরে—
অনন্ত আনন্দ রাজ্য হারাস্‌নে অন্ধ মোহভরে।

সরস কথায় গাঁথা—রে আমার সুকরুণ গান,
নীরস যুক্তির সাথে সরসতা কর্ আজি দান ;
কঠিন কর্ত্তব্য তোর—বিলাস-লালসা-লিপ্ত জনে
গলাইতে হবে তোরে করুণার কাতর ক্রন্দনে।
অভ্যাসের অন্ধ মোহে এতকাল ঘুমায়েছে যারা,
সত্যের আলোকে ডাক্ ভাঙি' জীর্ণ সংস্কার-কারা।
এ তোর উদাত্ত বাণী সকলে না যদি বাসে ভালো,
তুচারিটি যোগ্য কর্ণে তবু তব সঞ্জীবনী ঢালো।
গাহ উচ্চে—কিন্তু হায়, আশঙ্কায় চিত্ত আসে ছেয়ে—
শান্তি, শান্তি তোরে ডাকি, আয় শান্তি অমরার মেয়ে।

পেট্রার্ক।

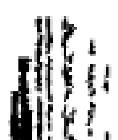
লেখা।

ক্ষ্যাপা।

বাউল।

ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্‌—
এই বেলা তুই দিয়ে দেনা ;
ওরে, মানের তরে প্রাণটি দেবার
এমন সুযোগ আর হবে না !
যখন, ছুদিন আগে ছুদিন পরে—
তফাৎ মাত্র এই,
তখন অমূল্য এই মানব জীবন
বৃথায় দিতে নেই—
(ওরে ক্ষ্যাপা)

মায়ের দেওয়া এ ছার জনম
দেরে মায়ের তরে ;
অমর জনম পাবিরে ভাই
জগৎ-মায়ের ঘরে।
কি দিয়েছিস্‌—লিখ্‌বে যখন
পরকালের খাতা,
তখন, তোরই দানে কর্‌বে আলো
বইয়ের প্রথম পাতা !—
(ওরে ক্ষ্যাপা)



ভুল।

বুঝিতে পারিনা নাথ, কেন এত ভুল—
কেন এই সৃষ্টিছাড়া অজ্ঞতা বিপুল
দীন মানবের ভাগ্যে—পারিনা বুঝিতে ;
বুদ্ধি অন্ধ হয়ে যায় উপায় খুঁজিতে !
ভুলে'ও যে মোরে কভু ভাল নাহি বাসে,
ঘৃণায় সরিয়া যায় আমি এলে পাশে—
তবুও কি জানি কি যে মনের গঠন,
তাহারি পশ্চাতে ফিরি মূঢ়ের মতন ;
ব্যর্থ-আশা অবশেষে কেঁদে মরি মিছে !
—কে পেয়েছে পথ ছুটি' আলেয়ার পিছে ?
তুমি যে সর্ব্বদা মোর মুখপানে চেয়ে
হাসিয়া করিছ দান, সুমধুর স্নেহে
অযাচিত ভালবাসা অনন্ত উদার—
ভুলে'ও কি তার পানে চাই একবার ?
প্রাণপূর্ণ ভালবাসা—সেই প্রেম টুটি'
প্রাণপণে ঘৃণা করে, তারি কাছে ছুটি !

লেখা।

জানিনা হৃদয়-বৃত্তি কি রহস্যে ঢাকা ;
কি গুপ্ত নিয়মে চলে বাসনার চাকা
বিচিত্র হৃদয়-যন্ত্রে, কোন্ মন্ত্র বলে—
একবার, একবার দাও সখা বলে’।
বলে’ দাও কবে সব বাধাবন্ধ ভুলে’
আশ্রয় লভিব তব শ্রীচরণ-মূলে ;
ভুলিব শত্রু ও মিত্র, বাহির ও ঘর,
ভুলিব সত্য ও মিথ্যা, আপনা ও পর—
ঘুচে’ গিয়ে সর্ব্বসুখ সর্ব্বদুঃখ রাশি,
আলো আঁধারের মত রবে পাশাপাশি
প্রভু, প্রিয়, প্রিয়তম—বল না কখন
আসিবে জীবনে মোর সেই পুণ্যক্ষণ !

বিশ্বপ্রাণ।

কে বলে ধরণী জড় নির্জীব নীরব ?
প্রতিক্ষণে উঠে যার রহস্য-উৎসব
জলে স্থলে শূন্যে শৈলে ফুলে ফলে গাছে-
এ বিশ্ব-অন্তর-বাসী যে জীবন আছে !
আহোরাত্রি সিন্ধুবক্ষে যে তরঙ্গ উঠে,
ফল হয়ে ফলে যাহা, ফুল হয়ে ফুটে,
অন্ধকারে কাঁদে যাহা, চন্দ্রাকারে হাসে,
হাহাকারে দহে যাহা সাহারার শ্বাসে,
বায়ুরূপে বহে যাহা, মেঘ হয়ে ডাকে ;
যে গুঞ্জন উঠে নিত্য বিশ্ব-মধুচাকে,
অনন্ত চেতনাপূর্ণ মহা আয়োজন—
এ যদি না হয়, হায়, কি তবে জীবন ?
প্রভাত না হ'তে হ'তে পড়ে যার বেলা-
জীবন যাহারে বলি—সেত শুধু খেলা !

দোল।

মানব মনের নিভৃত কুঞ্জে
দুলিছে হৃদয়-দোলা—
হৃদয়-দেবতা হাসিতেছে বসি'
উদাসীন আলাভোলা!
কখনো সমুখে কখনো বা পিছে,
হৃদি-হিন্দোলা দোদুল দুলিছে;
পলকের মাঝে লাগিছে বাঁধন,
পলকে হ'তেছে খোলা-
মানব মনের গোপন কুঞ্জে
দুলিছে হৃদয়-দোলা!

ঊর্দ্ধে দুলিছে অসীম আকাশ,
নিম্নে দুলিছে সিন্ধু;
নিখিল নিরত নিজনিজ পথে—
তপন-তারকা-ইন্দু।

কবে বেজেছিল সৃজন-বাঁশরি,
সেই সে মোহন ধ্বনি অনুসরি'
বিশ্বজগৎ দুলিতেছে সাথে—
বৃহৎ হইতে বিন্দু!
ঊর্দ্ধে দুলিছে অসীম গগন,
নিম্নে দুলিছে সিন্ধু।

ভিতরে বাহিরে, চিরদিন ধরে'
দুলিছে জগৎ-দোলা—
জগৎ-দেবতা হাসিতেছে বসে'
উদাসীন আলাভোলা!

মরণ ।

সে দিন দুর্য্যোগ রাত্রে আমার এ বাতায়নে
মরণ মেলিয়া দিল পাখা ;—
বিপুল ছায়াটি তার পড়িল এ গৃহাঙ্গনে
পাতালের কালো মসী মাখা !
পাখার ঝাপটে তার সমস্ত আকাশ যুড়ি'
হাহাকার উঠিল ধ্বনিয়া—
অস্ফুট গম্ভীর শব্দে নিশাচর গেল উড়ি'
কক্ষে কক্ষে দীপ নিভাইয়া !

কত দিন গেছে চলি' ; প্রভাত আসি' আবার
জাগায়েছে ঘুমন্ত জগতে ;
একখানি নিদ্রা, হায়, শুধু ভাঙে নাই আর
দিবাদীপ্ত চেতনার পথে ।
আবার উঠেছে জ্বলি' নিভান প্রদীপ গুলি
গোধূলির তারকার সাথে—
একখানি তারি মাঝে জ্বলিতে গিয়াছে ভুলি'
অদৃষ্টের অঞ্চল আঘাতে !

গেল যে, সে গেল বেঁচে'   পড়ে' যে রহিল পিছে,
পলে পলে তারি ত মরণ ;—
চিরদিন তারে চেয়ে   কাঁদিতে হইবে মিছে,
—এই নিয়ে মানব জীবন!
চঞ্চল প্রাণ-তরঙ্গ   অশ্রান্ত বহিয়া চলে
আবর্ত্তিত লক্ষ সুখে দুখে—
এক দিন আসে মৌন   সে অশান্ত কোলাহলে,
মরণের শিলা-হিম-বুকে!

অশান্ত ঝটিকা শেষে   এক দিন আসে শান্তি,
ক্লান্তি শেষে আসে সে আরাম ;
দূর করে জীবনের   যত কিছু ভুল ভ্রান্তি
মরণের মহা-পরিণাম!
স্বপ্ন শেষে জাগরণ,   অন্ধকার শেষে আলো,
সংক্ষুব্ধ সাগর শেষে বেলা ;—
সেই দিন হয় শেষ   যত কিছু মন্দ-ভালো
—ফুরায় এ জীবনের খেলা!

শেষ খেয়া।

আমি ভেবেছিনু যাব তোমার সঙ্গে জীবন-পারে ;
এক সাথে খেয়া করিব বন্দ ভব-কিনারে।
কই আর সখা হ'ল তাহা বল,
আমি কোথা চলি, তুমি কোথা চল ;
তোমাতে আমাতে এত ছাড়াছাড়ি গৃহেরি ধারে
কেমনে চলিব তোমার সঙ্গে জীবন-পারে—
এই আঁধারে !

কখন্ যে কালো মেঘ করে' এল গগন ছেয়ে ;
তোমার সঙ্গে কেমনে চলিব তরণী বেয়ে ?
কাজ নাই সখা, আমার লাগিয়া
কত আর বল রহিবে জাগিয়া—
বারবার কত পড়িবে পিছায়ে আমারে চেয়ে ?
ঐ দেখ, মেঘে প্রলয়-ঝঞ্ঝা আসিছে ধেয়ে—
গগন ছেয়ে !

প্রাণপণে তাই—ছোট, ভাই ছোট, প্রাণের তরে ;
কেন ফিরে' আর চাহিতেছ মোর নয়ন 'পরে ?
    ক্ষুদ্র এ তরি—যেতে' কিগো পারে
    তোমার সঙ্গে মহা-পারাবারে ?
অবসাদ আসে অঙ্গ ঘেরিয়া শ্রান্তি ভরে ;
বিশ্বজগৎ আঁধারিয়া আসে আঁখির 'পরে,—
                সু-চিরতরে !

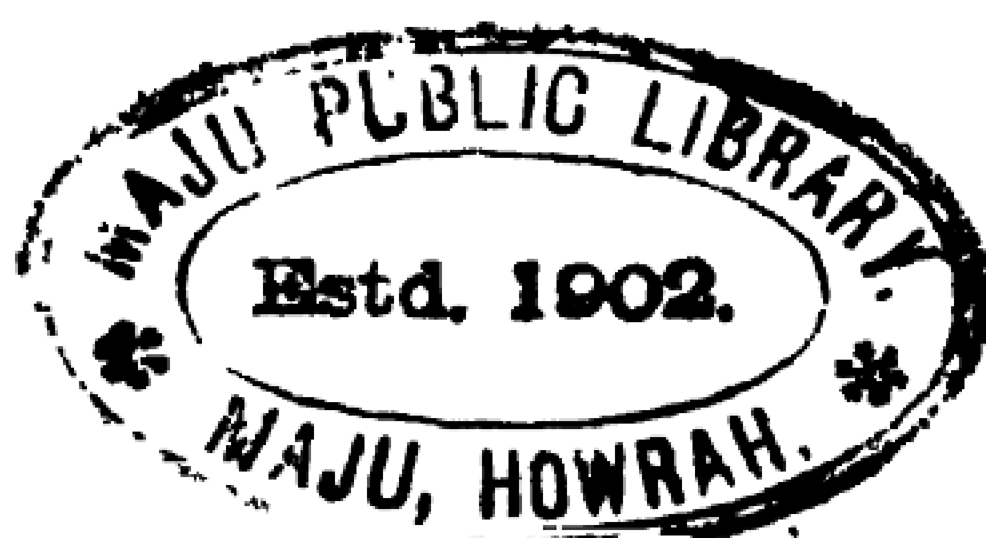
মাঝখানে এসে' তরণী আমার ডুবিল শেষে—
তোমাতে আমাতে চির-দেখাশুনা এক নিমেষে !
    এতদিন যারে বহু সমাদরে
    এনেছিলে সখা চোখে চোখে করে'—
আজি তোমা ছেড়ে' ডুবিনু—কিম্বা চলিনু ভেসে' ;
হয় যদি দেখা, হবে পুন সেই মিলন-দেশে,
                নিখিল-শেষে।

রথ।

কাননের কোলে শ্যামল কোমল পথটি—
তাহারি উপরে চলিয়াছে ধীরে রথটি।
সম্মুখে সুদূরে উদিছে প্রভাত-রবি,
হাসিছে জগৎ মধুর সোনালি ছবি,
পথ-তরুসারি ভরিয়া রয়েছে ফুলে,
শাখায় শাখায় দোয়েল পাপিয়া বুলে;
নব উৎসাহে চলেছে নূতন রথটি
শান্ত সরল আলোক-উজ্জ্বল পথটি!

নগরের মাঝে রক্ত-পাটল পথটি—
তারি 'পর দিয়া ছুটিয়া চলেছে রথটি।
মাথার উপরে জ্বলিছে প্রখর রবি,
ধূলায় ধূসর পিঙ্গ জগৎ ছবি,
পথ ঘাট বাট মানুষে মানুষে ভরা—
কলকোলাহলে কাঁপিয়া উঠিছে ধরা।
অধীর আবেগে চলেছে ছুটিয়া রথটি—
ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে বাঁকা পথটি!

সাগরের কূলে বালুকাধূসর পথটি—
তারি 'পরে এসে থামিয়া আসিল রথটি
অস্ত অচলে ডুবিছে ক্লান্ত রবি,
মৌন বিষাদে জগৎ তামসী-ছবি,
প্রান্তর-পথে নাহি চলে জনপ্রাণী,
নিভৃত আকাশে ধ্বনিছে ঘুমের বাণী ;
মন্থর গতি থামিল জীর্ণ রথটি—
সাগরে আসিয়া মিলাইয়া গেল পথটি !



তুলিটি তুলিয়া আজি ভাবি বসে' হায়,
লিখিনু এ লেখা বুঝি বালির বেলায়।

•